এ টেল অফ টু সিটিজ

চার্লস্ ডিকেন্স

www.banglabookpdf.blogspot.com

For Download More Bangla E-Books
Please Visit-
www.banglabookpdf.blogspot.com

এ কাহিনী শুরুর গল্প

আজ থেকে বহুদিন আগে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা প্রায়। সেই সময়ে পুরো ফরাসী দেশ জুড়ে চলছে এক প্রলয়ঙ্করী বিপ্লব।

হ্যাঁ, আমি ফরাসী বিপ্লবের কথাই বলছি। তোমরা হয়তো এর অনেকটাই শুনেছো—তবে পুরো ইতিহাস অনেকেরই হয়তোবা জানা নেই। অনেক নির্যাতন, অত্যাচার, হত্যা, গুম সহ্য করে ঐ দেশটির দরিদ্র প্রজারা যখন নিঃস্ব তখনি শুরু হলো রাজা, রানী, রাজপুত্র, রাজকন্যা ও রাজবংশের সবার বিরুদ্ধে আন্দোলন—আন্দোলন বলি কেনো, একেবারে ওঁদের ধরে এনে গিলোটিনে বলি দিচ্ছে—সাথে সে-কি আনন্দ উল্লাস বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সবাই একেবারে ওঁদের তাজা রক্তস্রোতের উপর দাঁড়িয়ে। www.banglabookpdf.blogspot.com

আমাদের ভেবে দেখতে হবে দেশের জনসাধারণ কতোটা অত্যাচারে, নির্যাতনে এমন ক্ষেপে উঠতে পারে। সেই অর্থে তারা কোনো অন্যায় করেনি। অবশ্য এই সুযোগে কিছু নিরপরাধী লোকও মারা গেছে। কেউ কি বনে আগুন লাগানোর সময় হরিণ শিশুর কথা চিন্তা করে? অবশ্য গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে, হিংসার মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে—সমঝোতার মাধ্যমে মিমাংসাই উত্তম। তাতে রক্তক্ষয় কম হয়। সাধারণ মানুষের ক্ষতি কম হয়। তবে তখনকার ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থার কথা না জানলে এমন মত পোষণ করাও উচিৎ হবে না।

বুর্বো-বংশের চতুর্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই দীর্ঘসময় ধরে রাজত্ব করছেন। তাঁদের দু'জনের রাজত্বকালের সময়কাল প্রায় ১৫০ বছর হবে। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই ১৫০ বছরের মধ্যে তাঁরা দেশের উন্নতির কথা ভাবেননি মোটেই—দেশ যুদ্ধে-যুদ্ধে জর্জরিত, রাজার ভান্ডার শূন্য—এমনিতর দুর্দিনেও তাঁরা নিজেদের আনন্দ-আয়েশের জন্যে কোটি কোটি ফ্রাঁ'-র (টাকার) অযথা অপব্যয় করেছেন। সীমাহীন সে ব্যয়। আবার এসব টাকা আদায় করেছে রাজার মতো অকর্মণ্য মন্ত্রীরা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

দরিদ্র প্রজাদের অন্ন-বস্ত্র হাতিয়ে নিয়ে—অযথা তাদের মাথায় বারবার করের বোঝা চাপিয়ে এই অপকর্ম করেছে মন্ত্রীরা। রাজার সভাসদরাও ছিলেন রাজার একশভাগ চাটুকার—তারা সুযোগ মতো নিজেদের সম্পদ বানিয়েছেন। রাজ্যের, রাজ্যের প্রজার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে তা নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা নেই, সময়ও নেই যেনো।

দরিদ্র প্রজারা প্রায় ২০০ বছর ধরে এভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। একমাত্র নালিশ জানানোর লোক ঈশ্বর। এমনি করেই চলতো তাদের দিন-রাত্রি, কোনো প্রতিবাদ জানাবার উপায় নেই। সামান্য আজকের ৫৪ ধারার মতো কারণে জীবন দিতে হতো। রাজ্যের সবচাইতে বড় ও ভয়ঙ্কর কারাগার 'BASTTIL' ব্যাস্টিলের কঠিন-প্রাচীরের ভেতর দীর্ঘদিনের জন্য, কখনো কখনো হয়তো পুরো জীবনের জন্যে থাকতে হতো। বুঝতেই পারছো এমনতরো জীবন হাজারবার মৃত্যুর চেয়েও মন্দ।

তবে ইতিহাস প্রমাণ, অত্যাচারীরা বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না—ব্যাস্টিলের ভয়ও দরিদ্র জনসাধারণকে বিদ্রোহ থেকে দূরে রাখতে পারলো না। প্রচন্ড শীতে, তুষার বৃষ্টির মধ্যে উলঙ্গ শরীরে তাদের থাকতে হতো কারাগারে, চোখের সামনে না খেয়ে শুকিয়ে মরতো হতো শিশুদের—যাদের জন্য জুটতো না সামান্য পানি, পোড়া রুটি, জামা! এরপরেও কি কোনো কারাগারের ভয়ে বোধসম্পন্ন জনগণ ভয় পায়? হলোও তাই। প্রজারা মরিয়া হয়ে ওঠলো, রাজার কাছে তারা দলে দলে গেলো তাদের অত্যাচারের কথা জানাতে, তাদের ক্ষুধার অন্ন চাইতে—তাদের দাবী সামান্যই, বেঁচে থাকার জন্য এক টুক্‌রো পোড়া রুটি ও একখন্ড পরিধানের বস্ত্র চাই তাদের।

এই সামান্য দাবী যা প্রার্থনার সামিল সেটাই হলো তাদের জন্যে কাল। অনেককেই কামানের গুলিতে উড়িয়ে দেয়া হলো, কেউ বন্দী হলো ব্যাস্টিলের অন্ধকার কক্ষে। তেমন কোনো ভালো ফল পাওয়া গেলো না। রাজা ষোড়শ লুই ছিলেন দুর্বল, তবে ব্যক্তিগতভাবে ভালো। কিন্তু হলে কি হবে, তিনি সভাসদদের হাতের পুতুল ছিলেন। এ কারণেই দুশো বছরের জমে থাকা অন্যায়ের এতোটুকু প্রতিকারও তাঁর মাধ্যমে সম্ভব হলো না।

আর তাই প্রচন্ড শীতেও যেনো গর্তের ভেতর থেকে ছোট, ধাড়ী সব ইঁদুর গর্জন করে উঠলো। ক্ষুধার্ত প্রজার দাবী, অনুরোধ, অনুনয় থেকে আগ্নেয়াস্ত্রে রূপান্তরিত হলো—এবং সেই অগ্নিশিখায় গ্রাস হলো রাজা, রানী ও রাজবংশ। অবশ্য সে আগুনে যাঁরা পুরো মরলো তাঁরা সবাই মন্দ নয়—তবে পিতা-পিতামহের কৃত পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে—এমনি অনেক জমিদার বা রাজাদের বংশেরই করতে হয়। আজকের সভ্য-সমাজেও এটারই সত্যিকার রূপ দেখতে পাচ্ছি আমরা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অত্যাচার ভোগীরা যদি উৎপীড়ক হয়, তখন তাদের সেই ভীষণ মানবিক অবস্থার কথা বিবেচনা করেই বুঝা যায় তা অবশ্যই চূড়ান্ত ও নির্মম হবে। ফ্রান্সেও এর চাইতে ভিন্ন কিছু হয়নি। তবে দুঃখ শুধু নিরপরাধ লোক ও শিশুদের নিয়ে। বৃটিশ ঔপন্যাসিক বিশ্ববিখ্যাত 'CHARLES DICKENS' সেই সময়ের ফ্রান্সের বর্ণনা নিয়ে এই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসটি লিখেছেন। সেই পুরো ইতিহাস এক মহাকাব্য—সেসব বাদ দিয়ে শুধু ফ্রান্সের সেই দুর্দিনে একটি নিরপরাধ লোকের ভীষণ করুণ আত্মত্যাগের কাহিনী যা তিনি লিখেছেন সেটিই আমি আজ আমার মতো করে আমার ভাষায় বলছি—অবশ্যই কালি-কলমের সাহায্যে।

সত্যিকার অর্থে যে সব অত্যাচারী জমিদার, রাজা, রাজকর্মচারীরা ফরাসী বিপ্লবের জন্য দায়ী, তাঁদের মধ্যে মার্কুইস্ সেন্ট এভারমন্ড ছিলেন ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে সবার আগে। সেই সব দিনে ইউরোপের অন্য সব দেশের মতো ফ্রান্সের রাজা রাজরাদের হাতে ক্ষমতা ছিলো ভীষণ বেশী, ইচ্ছে করলেই তারা প্রজাদের উপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার, নির্যাতন করতে পারতেন—এবং অধিকাংশ রাজারাই সেটা করতেন। এটা যেনো অত্যাচার নামক এক অজানা খেলা, শুধু ওরাই খেলবে এবং জিতবে। সত্যি আশ্চর্য্য!

প্রচুর করের বোঝা, ক্ষুধার অন্ন, এক টুকরো পোড়া রুটি তা যতোক্ষণ কেড়ে নিতে না পারতো ততোক্ষণ শান্তি নেই রাজা ও মন্ত্রীদের মনে। তাঁদের কাছে প্রজাদের অবস্থান ছিলো পালিত কুকুরের চাইতেও খারাপ। পয়সা না দিয়ে কাজ করানোর, কাউকে সামান্য অন্যায়ে মেরে ফেলা, এমন কি কন্যা-স্ত্রীদের সম্ভ্রম লুটে নেয়াও তার মধ্যে একটি—এতে রাজারা কোনো অন্যায় বা সঙ্কোচ করতেন না। মার্কুইস্ এভারমন্ড ছিলো এমনি এক লোক—কিংবা তার চাইতেও ভীষণ।

মার্কুইস্ একদিন তাঁর কোনো এক রুগ্ন প্রজার সুন্দরী স্ত্রীকে তার প্যালেসে এনে রাখতে চেয়েছিলেন। প্রজাটি তাতে সম্মত হলো না—এর শাস্তি হলো, মার্কুইসের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নির্দেশ, ঘোড়ার বদলে পুরোদিন ধরে ঘোড়ার পরিবর্তে গাড়িতে জুতে গাড়ি টানতে হবে, এবং শীতের সমস্ত রাত উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ে দৌড়ে ব্যাঙ তাড়াতে হবে, যাতে ব্যাঙের উৎপাতে রাজার ঘুমের ব্যঘাত না ঘটে। এই অমানবিক ও অমানুষিক অত্যাচারের দু'দিন বাদেই লোকটি মারা গেলো—আর এদিকে মার্কুইস্ ওর স্ত্রী-কে আনন্দ মহলে নিয়ে এলেন জোর পূর্বক। যৌবিক নির্যাতনের জ্বালা সইতে না পেরে সেও মারা গেলো। প্রজার ছোট ভাইটি গেলো ক্ষেপে। সে গেলো প্রতিবাদ করতে—মার্কুইস্ এই স্পর্ধা দেখানোর শাস্তি স্বরূপ তাঁর তরবারী খুলে ছেলেটিকে কোঁপে কোঁপে করে ফেললো ক্ষত-বিক্ষত।

সে কিন্তু তখনি মরলো না, প্রচন্ড রকমের জখম হলো। অন্যদিকে বাধলো আর এক বিপদ—ছেলেটি নির্যাতনে হলো পাগল। অনেক ভেবে চিন্তে কথাটা যেনো জানাজানি না হয় সে জন্যে ডাক্তার ডাকা হলো। অনেক ভেবেই রাজ্যের সেরা ডাক্তার মিঃ ম্যানেটকে ডেকে এনে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করা হলো। তাদের চিন্তায় ছিলো, প্রচুর অর্থ দিয়ে বা দিলে ডাঃ ম্যানেট হয়তো অত্যাচারের কথাটা সবার থেকে চেপে যাবেন।

ঘটনা হলো পুরো উল্টো। ছেলেটিকে চিকিৎসা করতে গিয়ে তার মুখে সব অত্যাচারের কথা শুনে ডাঃ ম্যানেট চমকে উঠলেন। ছেলেটি ভীষণ রকম আহত হয়েছিলো, সেই দিনটি কোনোরকম থেকে ছেলেটি মারা গেলো। তার বোনও যৌন নির্যাতিত হয়েছিলো, সেও দিন সাতেকের মধ্যে সব জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেলো। ডাঃ ম্যানেটকে যখন মার্কুইস্ অর্থ দিয়ে বাধ্য করতে গেলেন তিনি সে অর্থ নিলেন না, বরঞ্চ বাড়ি ফিরে প্রধানমন্ত্রীকে গোপনে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললেন একটা চিঠির মাধ্যমে। যদিও ডাঃ জানতেন এতো বড় জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু লেখা আসলে বেশ সাহসের কাজ, তবুও নিজের পেশার কাছে তিনি সৎ থাকতে চান—তবে তিনি কখনো ভাবেননি এর ফল পুরোপুরি উল্টো হতে পারে।

অবশ্য এই নির্মম ঘটনার পর মার্কুইস্ এর স্ত্রী ডাঃ ম্যানেট-এর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন—উদ্দেশ্য স্বামীর অন্যায় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। এবং তিনি ডাঃ ম্যানেটের কাছে ঐ ছেলে ও মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভেবেছিলেন এবং উদ্দেশ্য ছিলো ওদের কারোকে পেলে তিনি যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করবেন। সত্যি কথা বলতে অত্যাচারী স্বামী এবং তার ছোট ভাইয়ের উপর তাঁর কোনো আব্দার বা অধিকারই ছিলো না। যদিও ওদের দুষ্কর্ম তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিতো।

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিহত ওদের একটি ছোটো বোন ছিলো। ডাঃ ম্যানেট তা জানতেন তবুও তার ঠিকানা মার্কুইসের স্ত্রীকে দিলেন না। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদেয় করলেন।

পরের দিনের ঘটনা—মধ্যরাত্রে একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে ডাঃ ম্যানেটকে ডেকে বললো,—আমার বাড়িতে ভীষণ অসুস্থ্য এক রোগী মৃত্যু পথযাত্রী, এখনি আপনাকে যেতে হবে।

নিষ্ঠাবান, সৎ ডাঃ ম্যানেট প্রস্তুত। কিন্তু কেনো যেনো তাঁর স্ত্রী যাত্রায় বাধ সেধে বসলেন, তিনি রাতে যেতে নিষেধ করলেন, বললেন,—তোমার এখন রাত্রে গিয়ে দরকার নেই—আমার কেমন ভালো মনে হচ্ছে না।

ডাঃ ম্যানেট স্ত্রীর ভীতি হেসেই উড়িয়ে দিলেন এবং লোকটির সাথে নেমে গেলেন রাস্তায়। অবশ্য এটাই রোগী দেখার নামে ডাঃ ম্যানেটের শেষ যাত্রা হলো—গর্ভবতী স্ত্রী অপেক্ষায় রইলেন পুরোটা রাত—তিনি ফিরে এলেন না। পতিপ্রাণা স্ত্রীর সন্দেহ হয়েছিলো বলেই তাঁকে তিনি রাতে বাড়ির বাইরে যেতে দিতে সম্মত ছিলেন না।

রোগীর আত্মীয় পরিচয় প্রদানকারী লোকটি সাথে করে গাড়ীও নিয়ে এসেছিলো। ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিলো,—এই সামান্য পথই যেতে হবে আমাদের। একটুক্ষণ পরেই ফিরে আসতে পারবেন।

গাড়ী কিছুদূর যেতেই হঠাৎ গাড়ী থেমে গেলো। একটি লোক তাঁকে জোড় করে তাঁর মুখে গজ-কাপড় পুরে দিলো, অন্য দুইজন হাতদুটুকে বেধে ফেললো পেছনে। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কুইস্ এর দু'ভাই। তাঁরা লুকোনো অবস্থান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ডাক্তারের লেখা চিঠিটা খুলে ধরলেন তার চোখের সামনে। তারপর আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন ডাক্তারের লেখা চিঠিটা।

গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো। এবার গাড়ী বরাবর গিয়ে থামলো ব্যাস্টিলের গেটে, যা ফ্রান্সের সবচাইতে নির্মম কারাগার। তারপর তাঁকে রাজার আদেশ জানানো হলো,—তোমাকে গুরুতর অপরাধের জন্যে অনির্ধারিত সময়ের জন্যে বন্দী করা হলো।

সরল, সাধারণ ভদ্র ডাঃ ম্যানেট তাজ্জব হয়ে গেলেন! প্রথম মানষিক আঘাতের ঘোর কাটতেই তার অনেক সময় লাগলো। তিনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে মুক্তির জন্যে অনুনয়, ক্ষমা প্রার্থনা, বিনয় প্রার্থনা সবকিছুই চাইলেন, কিন্তু তাঁর মুক্তির নির্দেশ এলো না।

এমনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস সেই বিভৎস অন্ধকার কারাগারের মধ্যে তাঁর অনেক অনেক দিন কেটে গেলো—পেলেন না স্ত্রীর কোনো

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সংবাদ। দেয়া সম্ভব হলো না নিজের অবস্থার কথা। পৃথিবীর পুরো আলো-বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন এই জগৎ সত্যি বাস্তব থেকে অনেক পৃথক, বিভীষিকাময়। কঠিন শীতল কারাগারের এক নিভৃত কক্ষে কোনো সত্যিকার ভালো মানুষের এতোদিন কাটানোর কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, নেই কোনো দ্বিতীয় প্রাণীর মুখ দেখার সামান্যতম সুযোগ। কথাবলার তো প্রশ্নই উঠে না, এমনকি কবে নাগাদ শেষ হবে এই দারুণ দুঃখের কাল তারও কোনো সীমা নেই, বলা হয়েছে, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যেনো জীবন্ত গোর দেয়া!

রাজার এই অত্যাচার, ব্যভিচার, ক্ষমতার দম্ভ ম্যানেটের সমস্ত রক্তের মধ্যে বিদ্রোহের আগুণ জ্বালিয়ে দিলো—কিন্তু সবটাই বৃথা। একজন লোকের কি ক্ষমতা এই দুর্ভোদ্য পাষাণ প্রাচীর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিবে?

শেষ অব্দি একদিন তাঁর মনে হলো, কিছু একটা কাজ পেলে অন্তত ন্যূনতম দুঃখটুকু ভুলে থাকতে পারতেন। রাজার কাছে অনেক বিনয়াবত প্রার্থনার পর সে ব্যবস্থাটা হলো। কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুচীর (জুতো সারাইয়ের) যন্ত্রপাতী সব পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তার অনেক সাধ্য-সাধনা করে শিখলেন—জুতো তৈরী জুতো ঠিক করার কাজ। অবশ্য এর পরেও তাঁর মনে হলো তাঁর বুদ্ধি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। এভাবে থাকলে পাগল হতে আর বেশীদিন লাগবে না।

তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করলেন। শুরু করলেন নিজ জীবনের মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনী লেখা। বর্তমান, অতীত পুরো ইতিহাসের খুঁটিনাটি সবকিছু লিখে শেষকালে লিখলেন তাঁর এই দুর্দশার একমাত্র নায়ক মার্কুইস্-এর পূর্ব-পুরুষসহ জমিদার বংশের সব ইতিহাস, শেষ করলেন অভিসম্পাত দিয়ে। তিনি সমস্ত লেখাটা দুমড়ে মুড়ে ঘরের এক কোণে মাথায় দেয়ার পাথরটা দিয়ে তা চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর ডাঃ ম্যানেট নিজেকে সঁপে দিলেন ঈশ্বরের হাতে। এখন ভাগ্য একমাত্র ভরসা।

সত্যি সত্যি কিছুদিন পরে তাঁর চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। সমস্ত চিন্তা, ধারণাশক্তির উপর নেমে এল জড়তা, তিনি কে? কেনো এখানে, কিছুই তার মনে রইলো না। শুধু মনে রইলো, তাঁর নির্মম বন্দীশালার কামড়া নম্বরটি। নম্বরটি হলো,—নর্থ টাওয়ার ১০৫ নম্বর কক্ষ।

ডাক্তার ম্যানেট-এর স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ। তিনি সমস্ত রকম খোঁজ-খবর নিয়ে যখন স্বামীর কোনোরকম হদিশ করতে পারলেন না তখন ধরে নিলেন বা বলা যায় বিশ্বাস

www.banglabookpdf.blogspot.com

করতে বাধ্য হলেন তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বামী আর নেই—তিনি নিহত হয়েছেন কিংবা মারা গেছেন।

একাকীনি ফ্রান্সে যা তাঁর জন্যে বিদেশ সেখানে তিনি কার ভরসায় থাকবেন? একদিন তিনি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্বামীর জন্মভূমি ফ্রান্স ত্যাগ করে নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসলেন। ফিরে এসেও তিনি বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না।

ম্যানেট চলে যাবার পর যে কন্যা সন্তানটি পৃথিবীতে আসে তাকে ফেলে রেখেই মিসেস ম্যানেট স্বর্গে চলে গেলেন।

মেয়েটি মা এবং মামার বাড়ির পক্ষ থেকে যে সম্পদ পেয়েছিলো তার দেখাশুনা করতেন লন্ডনের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত 'Telson Bank' টেলসন্ ব্যাংক। মিস্ প্রস্ নামের এক গৃহ-পরিচালিকা তাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছিলো। মেয়েটির নাম রাখা হয়েছিলো মিস্ লুসী। লুসী প্রস্ এর সাথেই বাস করতো, করতো রীতিমতো পড়াশোনা। সে অবশ্য তার বাবার ইতিহাস বা অস্তিত্ব কিছুই জানতো না।

লুসী একদিন আঠারোতে পা দিলো—সুন্দরী বলতে সুন্দরী! ওকে দেখলে স্বর্গদেবীর কথা মনে হয়।

এদিকে ডাঃ ম্যানেটের বন্দীদশার আঠারো বছর পরে একদিন লুসী সংবাদ পেলো যে—টেলসন ব্যাংক-এর মিঃ লরী বলে এক ভদ্রলোকের সাথে ডোভারে একবার তার দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, এবং এও জানানো হলো মিঃ লরীর সাথে তাকে একবার ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতেও যেতে হবে, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ, লুসী যেনো অবশ্যই যায়।

এমনি খবরে কে বিচলিত না হয়? লুসী প্রস্‌কে সঙ্গী করে ডোভারে এসে হাজির হলো। সেখানের দেয়া ঠিকানা মতো হোটেলে এলে সংবাদ পেলো মিঃ লরী পূর্বেই এসে হাজির।

মিঃ লরী তাকে নির্জন এক হল রুমে বসিয়ে খুব শান্ত কণ্ঠে শোনালেন তার বাবার জীবনের কঠিন, নির্মম, শোচনীয় করুণ ইতিহাস। শোনালেন কেমন করে এক নিশীথ রাতে গর্ভবতী মা'কে বিছানায় ফেলে তার কর্তব্যপরায়ণ বাবাকে চলে যেতে হয়েছিলো—তারপর শত চেষ্টা করে লুসীর মা তার স্বামীর সংবাদ যোগার করতে পারেন নি। মিঃ লরী সব কথা খুলে বলে শেষে বললেন,—আমরা ব্যাংকের লোক, আমাদের কারুরই নাম করা উচিৎ হবে না। শুধু এটুকু বলে রাখি যে,—যে লোকটির ইচ্ছেয় তোমার বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তার কাছে ফ্রান্সের প্রায় সব বড় বড় কারাগারেই ইচ্ছেমতো বন্দী করে রাখার আদেশপত্র থাকতো। শুধু নাম লিখে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যে কোনোও লোককে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারতেন। এতোই তাঁর ক্ষমতা যার ফলে তোমার মা ফ্রান্সের বহু উচ্চপদের লোক ধরেও এমন কি স্বয়ং রাজাকে ধরেও একটু সংবাদ নিতে পারেননি। তিনি নিজে কাটিয়েছেন নিদারুণ সংশয়ের দিন। কারণ, তোমার বাল্য জীবন যেনো এসব কারণে বিষাক্ত না হয়ে পড়ে—তাই তিনি তোমাকে শুধু তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদই জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু.....

এই পর্যন্ত বলে মিঃ লরী একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু বেচারীর অবস্থা বুঝতেই পারছো। সে রীতিমতো কাঁপছে। সন্দেহ ভরে দু'হাত জোড় করে সে বললো,—আপনার ঈশ্বরের দিব্যি, আমাকে আরও বলুন, আর কি জানবার আছে, আমি—আমি বাবার সবটুকু জানতে চাই, শুনতে চাই। আপনি বলুন, প্লিজ!

মিঃ লরী বলতে শুরু করলেন,—ক'দিন আগেই মাত্র সংবাদ পাওয়া গেছে তোমার বাবা এখনো বেঁচে আছেন। তাঁকে সেই নির্মম পাষাণ-প্রাচীর থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এখন তোমার বাবা তাঁর পুরোনো চাকরের বাড়িতে তারই আশ্রয়ে আছেন। অবশ্যি একথা বলতেই হয়—তাঁর এরিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যে সদ্য পৌরষদীপ্ত মানুষটি আঠারো বছর পূর্বে কারাগারে ঢুকেছিলেন সে মানুষটি আজ আর তেমনিতর বেড়িয়ে আসেন নি—তা তো বুঝতেই পারছো। না দৈহিকভাবে, না মানসিকভাবে। পূর্বের সাথে কোনো মিল নেই। তবুও তিনি তোমার জন্মদাতা বাবা, তাঁর এই শোচনীয় অবস্থায় তোমাকেই তাঁর পাশে দাঁড়াতে হবে। সেবা, সহানুভূতি, ভালোবাসা আবার তাঁকে সুস্থ্য মানুষে পরিনত করবে।

কিন্তু মিঃ লরীর সবটুকু কথা লুসীর কানে ঢুকে নি। সে ক্ষীণকণ্ঠে বার কয়েক উচ্চারণ করছিলো,—আমার বাবা? তাঁর প্রেতাত্মা কি উঠে এলো? একথা বলেই সে হলরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

বেচারা মিঃ লরী! তিনি ব্যস্ত হয়ে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলেন। হৈ-চৈ শুনে হোটেলের বয়-বেয়ারারা ছুটে এলো এবং তাদের পেছনে এলো মিস্ প্রস্। অবশ্য মিস্ প্রস্‌ের পুরো পরিচয় তোমাদের কাছে দেয়া হয়নি—কিন্তু ওর সেই পরিচয়টা দেয়া একান্ত প্রয়োজন। এবার সেটাই দিয়ে রাখি।

মিস্ প্রস্‌ের চেহারাটা ছিলো যেমন লম্বা-চওড়া পুরুষের মতো, তেমনি মেজাজটাও ছিলো ভীষণ রকমের রুক্ষ। অন্তত তাকে কর্কশভাষিণী রগচটা মেয়েলোক বলে একবাক্যে সবাই ভয় করতো। অবশ্য এমনতরো রাগী মানুষটি লুসীর সামনে এলো ভিন্নরূপে। যেনো এমন নরম মানুষ আর একটিও জগৎ সংসারে হয়না। প্রস্-ওর

www.banglabookpdf.blogspot.com

সমস্ত ভালোবাসা, ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো শুধু—শুধুই লুসী। আজ হঠাৎ ঘরে ঢুকেই এমন বেমক্কা এক ধাক্কা মারলো মিঃ লরীকে তাতে তিনি ছিটকে পড়লেন দেয়ালের ওপারে। পরে বয়-বেয়ারাদের এক চীৎকার দিয়ে প্রচন্ড ধমক,—হ্যাঁ করে সব কী মজা দেখছো? পাখা, পানি এসব নিয়ে এসো শীঘ্র। এক মিনিট দেরি যদি হয় তবে তোমরা বুঝবে মজা—বলে দিলাম হ্যাঁ। বয়-বেয়ারারা ভয়ে ছুটে গেলো পানি আনতে। মিস্ প্রস্ গিয়ে লুসীর মাথাটা তুলে নিলো তার কোলে। তারপরই শুরু হলো মিঃ লরীর উদ্দেশ্যে বকাঝকা আর লুসীর যত্ন। মিস্ প্রস্ বলছে,—বে-আক্কেল সব লোক, এই একরত্তি দুধের মেয়েটিকে এমন করে ভয়ের কথা না বললে কি চলতো না? পাজি নচ্ছার কোথাকার! আহারে বাছা আমার, সোনা মানিক আমার, কতো ভয়টাই না পেয়েছে.....ব্যাংকের কর্মকর্তা না একটা বুনো শুয়োর। লক্ষীছাড়া, হতচ্ছাড়া লোক।

এদিকে এসব শুনে মিঃ লরী আস্তে আস্তে সে স্থান ত্যাগ করলেন। তাঁর মাথায় তখন একটাই ভাবনা এই মন্দা মার্কা মেয়েলোকটার সাথে সে যাবে নাকি?

মিস্ প্রস্‌ের মেজাজের সামান্য পরিচয়ই এখানে দেয়া হলো—সামনে আছে তোমাদের জন্য আরো চমক। অবশ্য তা খানিক বাদেই।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পরদিন তাঁরা নিরাপদেই ফ্রান্সের যৌবন নগরী প্যারিসে পৌছলেন। আলেকজান্ডার ম্যানেটের পুরনো চাকরের নাম, ডেফার্জ। সেন্ট এ্যান্টোয়োনায় সে ছিলো সুরিখানা বা মদের দোকানের মালিক। ডেফার্জ যে এলাকায় বাস করে তা ছিলো খুবই নিম্নবিত্তের বসবাসের জন্যে। সর্বদা অভাব-অনটনে ভুগে ভুগে তারা প্রায় হয়ে উঠেছিলো মনুষ্যত্বহীন, তাই ওখানকার রাস্তাঘাটগুলো যেমন ছিলো নোংরা, তেমনি নোংরা পরিধানে থাকতো স্থানীয় অধিবাসীরা। আর আমাদের দেশের ভাষায় মাস্তানী, গোলমাল, ঝগড়াঝাটি ছিলো নিত্যদিনের একমাত্র প্রধান ঘটনা। এমনি পরিবেশে একটি পুরনো চারতলা বাড়ির নিচ তলায় ছিলো ডেফার্জ-এর মদের দোকান। ওর স্ত্রী দোকান চালাতো এবং বাস করতো নিচ তলাতেই, বাকি উপরের তিনটি তলার ঘরগুলো ভাড়া দিতো মেস-এর মতো দৈনিক হারে।

আগেই উল্লেখ করেছি ফ্রান্সে বিদ্রোহের আগুন আরো ধোমায়িত হচ্ছিলো। যারা এই আগুনে গোপনে ইন্ধন যোগাচ্ছিলো তার মধ্যে ডেফার্জ এবং তার স্ত্রী ছিলো প্রধান। ডেফার্জের স্ত্রী মদের দোকানে বসলেও তার নজর থাকতো গুপ্ত সংবাদ নেয়ার। নিজে বসে বসে জাল বুনতো আর সে জাল মাছ ধরার জাল নয় ষড়যন্ত্রের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নতুন নতুন জাল। সে ফ্রান্সের রাজবাড়ির সমস্ত কর্মকাণ্ড মাথায় তুলে রাখতো, রীতিমতো যেনো আজকের যুগের পুরো একখানা কম্পিউটার। তার প্রতি শৈশবকালের অত্যাচার—যা সে নিজে ভোগ করেছে এবং দেখেছে নিজের চারপাশের লোককে ভোগ করতে—এসবই একদিন তার নারী হৃদয়কে কঠিন ও পাষাণ হতে বাধ্য করে। সত্যিকার অর্থেই এই নারী প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলো। ওর কাছে শত্রু পক্ষের কারো প্রতি কোনো ক্ষমা নেই—নিষ্ঠুর প্রতিশোধই ছিলো তার প্রতিবাদের ভাষা এবং একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান।

ডেফার্জও তার বাল্যকাল থেকে দেখেছে অত্যাচার, নির্যাতন আর উৎপীড়ন। তবে কেনো যেনো তার মনটা তার স্ত্রীর মতো ততোটা কঠিন হতে পারেনি। এদের দলের গুপ্তচরেরা যখন মিঃ ম্যানেটের মুক্তি সংবাদ নিয়ে এলো তখন ডেফার্জ তাদের নিজের বাড়িতেই রাখলো এবং নানাভাবে খোঁজ নিয়ে টেলসন ব্যাংক-এ সংবাদ পাঠালো। সুতরাং মিঃ লরী লুসীকে সাথে নিয়ে ডেফার্জকে খুঁজে পেতে এই মদের দোকানে এসে হাজির হলেন।

ওরা যখন সেন্ট এ্যান্টোয়েনোয় এসে পৌছলো তখন ওখানে ভীষণ গোলমাল চলছে। একটা লরীতে করে কতোগুলো মদের পিপে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি পিপে ঝাঁকুনিতে রাস্তায় পড়ে যায় ভেঙ্গে।

কাদা, ময়লা জঞ্জাল, উঁচু নিচু পাথুরে রাস্তা তার মধ্যে মদ মিশে হলো একাকার। কিন্তু হোক কাদা,—মদ তো? চারদিক থেকে হৈ হল্লোর করে ছুটে এলো যারা পয়সা দিয়ে মদ গিলতে পারে না তেমন বুবুক্ষুর দল এবং তারা কাদা সমেত মদ তুলে তুলে খেতে লাগলো। আর সমস্ত ঝগড়া মারামারির কারণও সেটাই। বুঝতেই পারছো কতোটা অভাবে মানুষ এমন নিচে নামতে পারে—এটা আমরা সবাই বুঝতে পারি। নয় কি?

কি আর করা যায়? ভাবলেন মিঃ লরী। মদের দোকানে ঢুকেই তিনি ডেফার্জকে ডেকে এক কোণায় নিয়ে গেলেন এবং নিজের বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে জানালেন তার প্যারিসে আসবার প্রধান কারণটা।

ডেফার্জ চোখের ইশারায় তার স্ত্রীকে দোকানটা দেখতে বলে লুসী এবং মিঃ লরীকে নিয়ে পিছনের একটা ভাঙা চোরা জীর্ণ সিঁড়ি ভেঙ্গে তাদের সমেত উপরে উঠলেন। এবার একটা তালা লাগানো ঘরের সামনে গিয়ে পকেট হাতড়ে বের করলেন একটা চাবির গোছা। মিঃ লরী তখন আশ্চর্য হয়ে বললেন,—এখনও মিঃ ম্যানেটকে তালা বন্দী করে রেখেছো নাকি?

www.banglabookpdf.blogspot.com

একবার ডেফার্জ মিঃ লরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—এতোকাল অন্ধকার কুঠরিতে তালাবন্ধ অবস্থায় থেকে আজ যদি হঠাৎ উন্মুক্ত ঘর পেয়ে কোনো অনর্থ করে বসেন তাই এই ব্যবস্থা। কি করবেন তাতো জানি না!

দরোজা একটু ফাঁক করেই ডেফার্জ তাতে ঢুকে পড়লো এবং আভাসে ইঙ্গিত করলো লুসী ও লরীকে তাকে অনুসরণ করার জন্যে।

লুসীর হাত-পা যেনো অবশ হয়ে আসছে, সে ঠিক মতো চলতে পারছেনা দেখে মিঃ লরী তাকে এককথায় পাঁজা কোলে করে নিয়েই ঢুকলেন সেই ঘরে। ওরা ঘরে আসবার সাথে সাথে ডেফার্জ ভেতর থেকে তালাটা আবার বন্ধ করে দিলো।

আমার মতে তারা যেখানে ঢুকলো সেটাকে ঘর বলা মানায় না—কাঠ-ঘুঁটে রাখবার একটা অন্ধকার কুঠরীই সেটা। পুরো কুঠরীর মধ্যে ঘুলঘুলির মতো একটা মাত্র জানালা আছে তাও আবার তারকাঁটা মেরে বন্ধ। অবশ্য জানালাটাতে সামান্য ছিদ্র ছিলো। সেই অতি সামান্য ছিদ্র পথে যে আলো আসতো তাতে ঘরের মধ্যে কি আছে তা সামান্যই দেখা যেতো। তবুও যেটুকু দেখা গেলো তাতে বুঝা যায় ঘরের মেঝেতে একটা নিচু মতো বেঞ্চিতে এক পাকা গোঁফ-দাড়ি ও লম্বা চুলওয়ালা লোক বসে আছে—যেনো এক প্রেতাত্মার মূর্তি!

বৃদ্ধটি একমনে সেখানে বসে বসে তৈরী করছেন একজোড়া জুতো। সামনে ছড়ানো চামড়ার টুকরো, সুতো, সূচ এবং হাতুড়ী সহ আরো কিছু যন্ত্রপাতি। তিনি একমনে ঘাড়গুঁজে কাজ করেই চলেছেন। তিনি বুঝতেই পারলেন না এতোগুলো লোক তার ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

ডেফার্জ ওদের একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গেলো, বললো,—আপনি কি কিছু শুনছেন? জানালাটা কি খুলে দেবো?

বৃদ্ধ হাতের কাজ থামিয়ে ভীষণ অসহায়ের মতো একবার চারপাশে তাকালেন, কথার শব্দটা কোন্‌দিক থেকে এলো যেনো তিনি সেটাই আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন প্রথমে। বেশ সময় লাগলো বুঝতে। তারপর ডেফার্জ-এর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বললেন,—খুলে দেবে বলছো? আচ্ছা, দাও, খুলে দাও। দাও.....

—চোখে আলো লাগবে নাতো আবার? জানতে চাইলো ডেফার্জ।

এক অতি অনুচ্চ কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন,—খুলে দিলে তো তা সহ্য করতেই হবে! কী বা করবো..... তারপর আবার ব্যস্ত হলেন নিজের কাজে।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ভীষণ ক্ষীণ। কারণ যে লোক বহু বহুদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত, পৃথিবীর আনন্দ কোলাহল, মানুষের বাস্তব কণ্ঠস্বর শোনা থেকে বঞ্চিত

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছিলো তার কাছে অতি সামান্য শব্দও মনে হয় অতি কোলাহল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে প্রথম যে তিনি চমকে উঠেছিলেন এটাই তার প্রধান কারণ বোধহয়।

মিনিটখানিক পড়ে ডেফার্জ বললো,—আপনি শুনছেন, এঁরা দু'জন আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

আবারও যেনো কিছুটা ইতস্তত করে বৃদ্ধ মুখটা তুলে চাইলেন সামনের দিকে, তারপর নিচু স্বরে বললেন,—তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, বলছিলাম, এঁরা দু'জনে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। কি জুতো আছে তৈরী একবারটি এঁদের দেখান না।

সৎ মানুষের এই নির্মম অবস্থা দেখে মিঃ লরীর চোখে পানি—তবে তিনি ব্যাংকের কর্মকর্তা, কাজই তাঁর কাছে প্রধান। তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে একজোড়া জুতো হাতে তুলে নিলেন।

ডেফার্জ বললো,—এটা কেমন ধরনের জুতো আপনি যদি অনুগ্রহ করে ওঁকে একটু বুঝিয়ে দেন খুব ভালো হয়।

বৃদ্ধ যেনো হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, তারপর বললেন,—কি যেনো বলছিলেন, আবার বলুন, আমার মনে নেই কি করতে হবে আমাকে?

ডেফার্জ এবার বললো,—আপনার তৈরী এই জুতো জোড়া কেমন তা এই ক্রেতাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন না?

বৃদ্ধ তখন কতোকটা অভ্যাসমতো বলে গেলেন,—এটা হলো মেয়েদের জুতো, আর এটাই হলো আজকালকের ফ্যাশন। অবশ্য এসব আমি নিজে অনেকদিন দেখিনি, তবে একটা নমুনা দেখে তবে তৈরী করেছি—বেশ টেকসই, মজবুত ও আরামদায়ক জুতো এটি।

কথাগুলো বলার সময় মনে হলো যেনো বৃদ্ধের কণ্ঠে এক গর্বের ভাব ফুটে উঠলো, তারপরই আবার তা মিলিয়ে গেলো হঠাৎ। বৃদ্ধ মাথাগুঁজে আবার জুতো তৈরীর কাজে লেগে গেলো।

মিঃ লরী এবার প্রশ্ন করলেন,—আপনি কি আগে থেকেই এই জুতো তৈরীর কাজ করতেন?

—আমি? আমি? না।.....আমি এখানে এসেই জুতো তৈরী করা শিখেছি..... বলতে পারেন নিজে নিজে শেখা। বলতে বলতে মাথা নিচু করে ফেললেন, তারপর আবার কিছুটা সময় পরে নিজেই মাথাটা তুলে মিঃ লরীর দিকে তাকিয়ে যেনো চমকে উঠলেন, আচমকা আবার পূর্বকথার জের টেনে বললেন,—ওদের অনেক অনুনয়-বিনয়

www.banglabookpdf.blogspot.com

করে বলে কয়ে তবে এই কাজ করার অনুমতি পেয়েছি।

মিঃ লরী জুতোটা প্রায় ছুঁড়ে ফেলার মতো করে ফেলে বললেন,—আচ্ছা ডাঃ ম্যানেট, আপনি কি আমার কথা একটুও মনে করতে পারছেন না? বা চিনতে?

বৃদ্ধ ডাঃ ম্যানেট অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—মনে?.....কি জানি..... সে অনেককাল আগের কথা হবে হয়তো..... কৈ কিছুতো মনে করতে পারছি না।

—আপনার নিজের নামটা মনে আছে?

—আমার নাম?..... নাম জানতে চাইছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার নাম কি?

—আমি নর্থ টাওয়ারের ১০৫ নম্বর কয়েদি। এটাই আমার পরিচয় বা নাম যাই বলুন।

মিঃ লরী তখন ডেফার্জ-এর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন,—দেখুন দেখি এর দিকে তাকিয়ে ওকেও কি মনে পড়ে না আপনার? সেই যে আপনার পুরনো গৃহভৃত্য, আপনার ব্যাংক, ব্যাংক কর্মচারী লরী, পুরনো কোনো কথাই কি মনে পড়ে না আপনার? ভালো করে একবারটি তাকিয়ে দেখুন।

বহু বহু দিনের আগের একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চিন্তাশক্তির ছায়া যেনো ধীরে ধীরে সেই বৃদ্ধের মুখের উপর ফুটে উঠলো, কিছুক্ষণ যেনো মনের মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা করার চেষ্টা চললো, আবার পরক্ষণেই একটু একটু করে সেই মনের ভাবটা মিলিয়ে গেলো। কিন্তু সেই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই মিঃ লরীর ডাঃ ম্যানেটকে চিনে নিতে সামান্য দেরি হলো না। যেনো তিনি বৃদ্ধ ম্যানেটের কঙ্কালসার দেহের মধ্যে যৌবনের ম্যানেটকে দেখতে পেলেন।

লুসী এতোক্ষণ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলো আর শুনছিলো। সে এবার ঠিক ঠিক ডাঃ ম্যানেটের সামনে এসে দাঁড়ালো।

ডেফার্জ মনে মনে প্রমাদ গুণলো, এবার আর কিছুর প্রয়োজন নেই, এইতো উপযুক্ত ডাক্তার এসে গেছেন। সে মিঃ লরীকে আভাসে ডেকে নিয়ে দূরে সরে গেলো।

বৃদ্ধ ম্যানেট মাথা গুঁজে কাজ করেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চামড়া কাটার একটা ছুড়ি প্রয়োজনে নিচে থেকে কুড়িয়ে নিতে গিয়ে তাঁর চোখ পড়লো লুসীর দিকে। তিনি অবশ্য কিছুটা থমকে গেলেন—আবার ধীরে ধীরে চোখ তুলে চাইলেন লুসীর মুখের দিকে—এ চাহনি সজল, তবে বৃদ্ধ যেনো এতো অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে ক্রমশ ভীত হয়ে পড়লেন, নিচু স্বরে বলে উঠলেন —এ কে? এসব কি?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

লুসী সে কথার জবাব না দিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে এলো। আরও কাছে; তারপর একেবারে বৃদ্ধের পাশটিতে গিয়ে বসে পড়লো।

ডাঃ ম্যানেট ভয়ে কিছুটা সরে বসলেন।

লুসী আস্তে আস্তে ডাঃ ম্যানেটের কাঁধে হাতটা রাখলো। ডাঃ ম্যানেট হতভম্বের মতো ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। লুসীর হাতটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে দিলেন। তারপর কাঁপাকাঁপা হাতে বুকের মধ্যে ঝুলনো পুঁটুলী থেকে একটা মলিন টুকরো ন্যাকড়ায় বাঁধা ছোট্ট পুঁটুলী বের করলেন। সেটি খুলতেই তার ভেতর থেকে বের হলো কার মাথার যেনো ক'খানা চুল, সেই চুল তিনি সন্তর্পনে তুলে দিলেন তার সামনে বসা লুসীর হাতে। আবার ফিরিয়ে নিলেন নিজের কাছে—মিলিয়ে দেখলেন লুসীর চুলের সাথে। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন তিনি,—হ্যাঁ, সেই চুল, একেবারে এক চুল.....কিন্তু এটা কী করে হলো ঈশ্বর ? আচ্ছা, তুমি কি সেই ? না, না, তাই বা কি করে হবে ? সে তো অনেকগুলো বছর আগের কথা।.....

তারপর আপন মনেই বলে চললেন,—সেদিন, হ্যাঁ সেদিন রাত্রে যখন বেরিয়ে আসি তখন সে অনেকক্ষণ আমার কাঁধে মাথা রেখেছিলো, আমায় যেতে নিষেধ করেছিলো, কিন্তু মানবতার কথা ভেবে আমি তার তাঁর কথা শুনিনি.....তারপর যখন নর্থ টাওয়ারের ১০৫ নম্বরে এলাম, তখনি দেখলাম এই ক'গাছি চুল আমার কাঁধে, জামার হাতায় জড়িয়ে আছে—এই সেই ক'টি চুল। হ্যাঁ, এটা তার স্মৃতিচিহ্ন, আমি ওদের থেকে ভিক্ষের মতো চেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি ? তুমি কি সেই ? না, না, তুমি যে বাচ্চামেয়ে, সে হলো অনেকদিনের কথা! সে আমার বন্দীদশার আগেকার কথা। বহুদিন—বহু বছর আগের কথা, তখন আমি মোটেই বৃদ্ধ নই। তখন আমার ছিলো ভরা যৌবন। www.banglabookpdf.blogspot.com

লুসী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, সে দুই হাতে এই অসহায় বৃদ্ধের মাথাটা টেনে নিলো নিজের বুকের মাঝে। ওর সোনালী চুলের সাথে বৃদ্ধের পাকাচুল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। যেনো আশাহীন, আনন্দহীন বন্ধনের মধ্যে স্বাধীনতার সূর্য প্রবেশ করলো। লুসী তাঁকে ছোট্ট শিশুর মতো বুকে চেপে ধরে কানে কানে কতো সান্ত্বনার কথা শোনাতে লাগলো। সেই মধুময় স্মৃতির কথা শুনতে শুনতে বৃদ্ধের চোখ থেকে পানি নেমে এলো। বহুদিন পরে বাবা ও মেয়ের এই সকরুণ মিলনের মর্মস্পর্শী দৃশ্যে ঘরের মধ্যে উপস্থিত ডেফার্জ ও মিঃ লরীর চোখও ভিজে উঠলো।

বেশ সময় কাঁদলেন বৃদ্ধ। একসময় ক্লান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা

মেঝেতে ঝুকে পড়লো, ক্রমে তিনি মেঝেতেই এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। লুসীও তাঁর পাশে মেঝেতেই শুলো—বৃদ্ধের মাথাটা তুলে নিলো ওর হাতের উপর—হাত বুলোতে লাগলো বৃদ্ধের মাথায়। ওদের দিকে তাকিয়ে মুখে বললো,—সম্ভব হলে আজ এখনি আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা নিন, আমি আজই বাবাকে এখান থেকে সাথে করে নিয়ে যেতে চাই।

মিঃ লরী বললেন,—কিন্তু এতো দুর্বল শরীরে কি ওঁকে নিয়ে যাত্রা করা উচিৎ হবে ? www.banglabookpdf.blogspot.com

লুসী বললো,—খুব যাবে, আমি ঠিকঠিক আমার বাবাকে নিয়ে যাবো। তিনি এখানে এতো দুঃখ, এতো বেদনা ভোগ করেছেন, সেখানে আমি আর একটি সুন্দর দিন হলেও সে দিনটির অপেক্ষায় থাকতে চাই না। আমি বলছি, অনুগ্রহ করুন আমাকে। যাত্রার ব্যবস্থা নিন। যতো শীঘ্র সম্ভব।

ডেফার্জ নিজেও বললো,—হ্যাঁ, মনিবের পক্ষে এখানে এভাবে থাকা তেমন নিরাপদ নয়। আমিও তাই বলি, যতো শীঘ্র সম্ভব চলে যেতে পারেন ততোই ভালো।

একথা শোনা মাত্রই মিঃ লরী ডেফার্জকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গাড়ীর ব্যবস্থা করতে, নিদেনপক্ষে ঘোড়ার গাড়ী। সবকিছু গুছানো যখন হয়েছে তখন মাত্র ডাঃ ম্যানেটের ঘুম ভেঙ্গেছে। লুসী অতি যত্নে ওঁকে ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এলো। ডাঃ একটি কথাও বললেন না—কোথায় যাচ্ছেন সে প্রশ্নটাও করলেন না একবার। তিনি যেনো স্বপ্নে আচ্ছন্ন এক ব্যক্তি, এক আকাশপরীর কাঁধে ভর দিয়ে চলেছেন অজানার পথে—আর লুসী সেই পরী।

এতোদিন ধরে মনিবকে সঙ্গ দিয়েছে ডেফার্জ। স্বভাবতই তার মনটা খারাপ হলো, তবুও সে শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁদের সাথে গেলো এবং যখন বুঝতে পারলো ম্যানেটকে নিয়ে আর তেমন বিশেষ ভয় পাবার আশঙ্কা নেই তখনি ওদের তিনজনের থেকে অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো শহরে।

গাড়ীতে চড়েই লুসী একবার প্রশ্ন করেছিলো,—এখানে এই শহরে আসার কথা কি আপনার মনে পড়েছে ?

বৃদ্ধ অসহায়ের মতো চারিদিকে তাকিয়ে যেনো আপন মনেই বললেন,—সে তো অনেক দিনের কথা! তা বহুদিন হলো.....তারপর বিড়বিড় করে বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করলো, 'নর্থ টাওয়ার ১০৫ নম্বর' কথাটি।

মিসেস ডেফার্জ ওঁদের যাত্রার পুরো সময়টা রাস্তার মুখে একঠায় দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছিলো। এবার সে বসে বসে জালই বুনছিলো আর সেই জালের প্রতিটি গ্রন্থিতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এমনি কতো যে মর্মন্তুদ কাহিনী কতো ইতিহাস গোপন রয়েছে তা একমাত্র সেই জানে।

ডাঃ ম্যানেট যেদিন বন্দী হন তার ঠিক আগের দিন মার্কুইস্ এভারমন্ডের স্ত্রী এসেছিলেন ডাঃ ম্যানেটের সাথে দেখা করতে তা আগেও বলেছি। মার্কুইস্ এভারমন্ড এবং তার ভাই যতো বদমাশ আর নিষ্ঠুরই হোক না কেনো কিন্তু মার্কুইসের স্ত্রী ছিলেন সত্যিকারের ভালো মানুষ। তাঁদের সংসারে একটিই মাত্র পুত্র সন্তান সে যেনো বাবা-চাচার স্বভাব না পায় সে দিকে শতর্ক ও শঙ্কিত দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর সেদিনের চেষ্টা সফলও হয়েছিলো, এভারমন্ডের দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হলেও তার পুত্র মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেড়ে উঠেছিলো।

অবশ্য মিসেস মার্কুইস্ তাকে সমস্ত শিক্ষা দেয়ার সুযোগ পাননি, তিনি খুব অল্প দিনেই মারা যান এবং কিছুদিন পর মারা যান মার্কুইস্ নিজে—বলতে গেলে যুবক চার্লস্ তখন একা। প্রথা মতো বাবার অবর্তমানে পুত্রই হবে সিংহাসনের দাবিদার। চার্লস্ সিংহাসনে বসতে এবং রাজা হতে পারলেন না—সে যুবক ও তরুণ এই দোহাই দিয়ে মার্কুইস্-এর যমজ ভাই সিংহাসনের চেয়ারটি দখলে নিলেন। এই ভাইটি ছিলেন আরও বদ—হাজারো পন্থায় তিনি প্রজাদের অত্যাচার-নিপিড়ন করতেন এবং আদায় করতেন টোল বা খাজনা—ঐ টাকায় মদ-নারী ও বিলাসে কাটতো তাঁর দিনরাত। তিনি ছিলেন সত্যিকারের অপব্যয়ী এবং বদকাজের হোতা।

যুবক চার্লস্ কিন্তু চাচার এমনতরো মনোভাব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি পিতার সম্পদের-সিংহাসনের আশা ত্যাগ করে চলে গেলেন লন্ডন এবং নিজে কাজ করে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঘৃণায় এবং লজ্জায় তিনি তাঁর পৈতৃক নামটাও পর্যন্ত ত্যাগ করলেন। এখন এই শহরে অর্থাৎ লন্ডনে এসে তার নাম হলো চার্লস্ ডার্নে।

আজকের দিনে বৃটেন থেকে দূরবিক্ষণযন্ত্রে চোখ রেখে মহাসমুদ্রের ঠিক উল্টো

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিকে ফ্রান্স দেখা যায় স্পষ্ট—তখনো ততোটা না দেখা গেলেও খালি চোখেই সমুদ্রের সীমান্ত রেখা যেনো দেখা যেতো। কিন্তু যতো দূরই হোক ফ্রান্স বর্তমানে দ্বিতীয় মার্কুইস্ এর অপকর্ম ও কু-কীর্তির কথা চার্লস্ এর কানে এসে পৌছতো। আর এসব শুনে সে বসে থাকতে পারতো না, গোপনে চলে যেতো ফ্রান্সে প্রজাদের সাহায্য করতে।

ডাঃ ম্যানেটকে নিয়ে লুসী যেদিন ফ্রান্স থেকে লন্ডন ফিরছে সেদিন চার্লস্ও ঠিক কি এমন এক কাজে এসেছিলো প্যারিস নগরীতে এবং সেও ফিরছিলো একই জাহাজে।

সমুদ্রের অবস্থা ভয়াল, দুর্যোগপূর্ণ রাত, তার উপর জাহাজটি ছিলো বেশ ছোট এবং পুরনো। এই অবস্থায় লুসী ডাঃ ম্যানেটকে নিয়ে পড়েছিলো খুবই বিপদে। তাঁদের অবস্থা দেখে ডার্নে বৃদ্ধ ম্যানেটকে কোলে তুলে একটা বেঞ্চিতে শোয়াবার ব্যবস্থা করে দিলো এবং নানান গল্প বলে এমন পরিবেশ তৈরী করলো যাতে লুসীর মন থেকে ভয়টা চলে যায়। আর এমনি করেই গল্পের এক পর্যায়ে ঈশ্বরের ইশারায়ই হয়তো পরিচয় হলো দুই চরম শত্রু পরিবারের দুই প্রতিনিধির।

এরপরেও লন্ডন শহরে তাঁদের দু'চারবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে—কিন্তু ঘনিষ্ট পরিচয় কিভাবে হলো এবার তাই তোমাদের বলছি—সেই প্রথম পরিচয়ের ঠিক পাঁচ বছর পরে জন বার্সাদ নামের এক গুপ্তচরের চক্রান্তে চার্লস্ ডার্নের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ তোলা হলো এবং এই অভিযোগ এর সাক্ষী করা হলো লুসী, ডাঃ ম্যানেট ও ব্যাংক কর্মকর্তা মিঃ লরীকে।

এদিকে তখন আমেরিকায় বিদেশী প্রজারাও বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং ফ্রান্স সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো তাদের দিকে। যে দেশের প্রজারা ভীষণ দুর্দশাগ্রস্থ, নির্যাতিত, সে দেশের রাজা অপর দেশের প্রজাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে সাহায্য করছেন—ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত না? সে যাই হোক চার্লস্ ডার্নের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো এই বলে যে, সে আসলে ফরাসী নাগরিক, ফরাসী রাজা লুই-এর নির্দেশেই সে বৃটেনে আছে, এখান থেকে সে ফ্রান্সের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করছে এবং মাঝে মাঝেই বিলেত ত্যাগ করে তা পৌছে দিচ্ছে নিজ দেশ ফ্রান্সে। বার্সাদ এর পেশা এমন সংবাদ বিক্রি করা, সংবাদ না পেলে পেটের ভাত যোগানোই সমস্যা, সে পেটের তাগিদে যে কোনো মিথ্যে সংবাদ তৈরী করে ফেলতো। আর এইক্ষেত্রেও সে চার্লস্ এর ফ্রান্স যাতায়াতকে পুঁজি করে মিথ্যে সংবাদ বা অভিযোগ তুলেছিলো।

অভিযোগগুলো ছিলো গুরুতর। সাক্ষীও প্রচুর পাওয়া গেলো। এদের মধ্যে বাবার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হাত ধরে লাজুক পায়ে লুসীও এলো সাক্ষী দিতে।

বার্সাদের দলের এক ব্যক্তি কল্পনাজাত দুঃখ-কষ্টের কথা বলে চাকুরী প্রার্থী হয়ে এসেছিলো চার্লস্ ডার্নের কাছে। চাকুরী সে পেয়েছিলো। মাত্র চারমাস চাকুরীর পর আদালতে হলফ করে সে চার্লস্ ডার্নের নামে মিথ্যে অপবাদ দিলো। বললো,—ডার্নের মতো পাষণ্ড ও রাজদ্রোহী এই শহরে আর একজনও নেই।

বার্সাদ নিজে বাইবেলের শপথ নিয়ে বললেন যে,—চার্লস্ এর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত রাগ বা ক্রোধের কোনো কারণ নেই এবং তার সম্পর্কে মিথ্যে সাক্ষ্য দিলে তার ব্যক্তিগত কোনো লাভ ক্ষতি নেই—শুধু একটাই ইচ্ছে দেশদ্রোহী ওর অন্যায়ের জন্যে চরম শাস্তি হোক এবং এই জন্যেই তাঁর এতো করে পরিশ্রম করা।

এদের সাক্ষ্যর পর ডাক পড়লো লুসীর। সে ভেজা চোখে এসে দাঁড়ালো কাঠগড়ায়। চার্লস্-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে তার ভীষণ মনোকষ্ট হচ্ছিলো, অবশ্য তার ওর বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু ছিলোও না—কিন্তু সে মিথ্যে বলবে কি করে? পাঁচ বছর আগের এক রাত্রে এক জাহাজে তারা উভয়েই ইংলন্ড ফিরছিলো এবং তার সঙ্গে দু'জন লোক ছিলো—সেই দু'জনের সাথে সে গোপনে কথা বলেছিলো—এসব কথা ব্যতিত তার তো কিছুই বলার নেই! শেষে এই কথাই তাকে বলতে হলো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

লুসীর পর ডাক পড়লো ডাঃ ম্যানেট-এর তিনি এখন প্রায় সুস্থ। কিন্তু তার সেই আধা-উম্মাদ সময়কার কথা সামান্যটুকুও মনে নেই—তিনি সেটাই প্রথম বললেন। যাই হোক, যেটুকু সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো তাতে করে চার্লস্ ডার্নেকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর পক্ষে যথেষ্ট। ডার্নে অবশ্যি ফাঁসির দড়িতে ঝুলতো যদি হঠাৎ এই অঘটনটা না ঘটতো।

চার্লস্-এর পক্ষে যিনি ওকালতি করছিলেন সেই মিঃ স্ট্রাইভারের সিড্নি কার্টন নামের এক সহকারী ছিলো। এই সিড্নির কথাই বলি, কারণ সিড্নিই হলো প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনীর নায়ক।

সিড্নি কার্টন নিজেও ওকালতী করতো তবে তা নামে মাত্র। নিজে ওকালতি ব্যবসা সরাসরি সে করতো না বললেই চলে। তবে আদালতে সে মিঃ স্ট্রাইভারের পাশে সর্বক্ষণ চুপটি করে বসে থাকতো এবং তাকিয়ে থাকতো আদালত কক্ষের ছাদের দিকে। আদালতের বাইতে তার একমাত্র কাজ ছিলো মদ গেলা।

স্ট্রাইভার ছিলেন দুর্দান্ত উকিল, যেমন তার্কিক, তেমনি সাহসী, কিন্তু তবুও তার বড় মাপের উকিল হওয়ার মতো তেমন কোনো গুণাগুণ ছিলো না। আইনের

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জটিল মিমাংসা, আইনের ফাঁক এসব স্ট্রাইভার জানতো না তা ঠিক নয়, তবে বুঝতো কম। কিন্তু সিড্নির সাথে আলাপ হওয়ার পর থেকে সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, স্ট্রাইভারের খ্যাতি এবং ওকালতির পশার দিনকে দিন হু-হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। স্ট্রাইভার যে মামলা হাতে নিতো তার সাথে অবধারিতভাবে সিড্নি কার্টন থাকতো। এমনও হতো সমস্ত দিন ধরে যে মামলার কুলকিনারা করতে পারতো না স্টাইভার—রাত পেরুলেই তা তার কাছে পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যেতো। তার এই বিশাল খ্যাতির সবরকম মশলার যোগান দিতো সকলের চোখে অপদার্থ উকিল সিড্নি কার্টন।

দুইজন প্রায় বন্ধু। মদ দু'জনেই খেতো প্রচুর। স্ট্রাইভারের বাড়িতে প্রত্যেক রাত্রে যেতো সিড্নি—তারপর মামলার কাগজপত্র দেখে মামলার গতি সাজিয়ে দিতো। জবাব লিখে দিতো, আর স্ট্রাইভার শুধু তার পাশে বসে মদ গিলতো এবং সিড্নিকে মদ ঢেলে দিতো।

আদালতের সবাই এই ভেবে অবাক হতো এতো কঠিন-জটিল মামলাগুলো স্ট্রাইভার কিভাবে এবং কতো সহজে মিমাংসা করে দেয়—আরও ভাবতো ঐ অকর্মণ্য সিড্নির সাথে ওর এতো বন্ধুত্বতা কেনো? ওরা যখন বুঝতে পরলো ওদের দু'জনকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তখন ওরা নিজেদের ছদ্ম নাম গ্রহণ করলো। স্টাইভার হলো, 'সিংহ' আর সিড্নি হলো, 'শৃগাল'!

সবাই ভাবছি এ কেমনতরো দুর্বুদ্ধি, তাই না? সিড্নি যদি এতো ভালো আইনজ্ঞ হয় তাহলে সে নিজেই মামলা লড়ে না কেনো? কেনো সে ব্যক্তিগতভাবে নিজের উন্নতির চেষ্টা করে না?

এরও একটা জবাব আছে। এটা কি শোনো,—মানুষ পরিশ্রম করে বেঁচে থাকার জন্যে, অর্থের জন্যে ও খ্যাতির জন্যে। কিন্তু অর্থই বলো, খ্যাতিই বলো তাতে মানুষের একার প্রয়োজন আর কতোটুকু? আমরা যাদের সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসি যে সব আত্মীয়-স্বজন আমাদের ভালোবাসে তাদের সুখ চেয়েই আমাদের এই সংসারের যতো কিছু পরিশ্রম, যতো কিছু অর্থ-কামানোর চেষ্টা। দুঃখের কথা এই বিশ্ব-সংসারে সিড্নির আপন বলতে কেউ ছিলো না, বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউ না। ভালোবাসার, শাসন করার, উৎসাহ দেবার মতো কোথাও কেউ ছিলো না। কে তার কাজে হবে প্রেরণা, কে দেবে তাকে উৎসাহ? জীবনের বেঁচে থাকার এই কঠিন যুদ্ধে সে কার মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনযুদ্ধে লড়াই করবে? আর কীই-বা আশায়?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এই ভীষণ মর্মান্তিক একটি মাত্র কারণেই সে নিজেকে, নিজের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছিলো, এবং সেই ব্যর্থ জীবনের দুঃখ ভোলার জন্যেই মদের গ্লাসে আশ্রয়। কিন্তু কথায় বলে, সত্যিকার অর্থে যে মানুষ মহৎ, বড় সে কখনো নিচে পড়ে থাকে না, সে ভেসে উঠেই একদিন না একদিন। তার বুদ্ধিবৃত্তি কখনো শেষ হয়ে যায় না—তা শুধু শুধুই সুপ্ত রয়ে যায়।

সিড্‌নি কখনো উচ্চাশার স্বপ্ন দেখতো না। বড় হবার অনেকানেক সুযোগ তার সামনে হাজির হলেও না। কিন্তু তাহলে কে তার স্বপ্ন সার্থক করবে? এমন লোক তো তার জীবনে এলো না যে তাকে ভীষণ ভালোবাসবে, তাকে সমাজে বড় দেখতে চাইবে। অবশ্য এই কাহিনীর শেষে তোমরা বুঝতে পারবে কি ছিলো সে অভাববোধ, যার জন্যে সিড্‌নি কার্টন এমন করে জীবন যাপন করতো।

হ্যাঁ,—আবার চার্লস্ ডার্নের কথা। স্ট্রাইভার যখন এই মামলার জন্য দাঁড়িয়ে সত্যিকার অর্থে হালে পানি পেলো না, চার্লসের কপালে যখন ফাঁসির দড়িই প্রাপ্য বলে ধারণা হচ্ছে, বিচারক রায় দেবেন এমন অবস্থা, ঠিক সে সময় সিড্‌নি একটা টুকরো কাগজে কি সব লিখে স্ট্রাইভারের হাতে এগিয়ে দিলো। আদালতে তখন চালছিলো সরকারী পক্ষের সাক্ষীর জেরা—জেরার ফাঁকেই স্ট্রাইভার সিড্‌নির দেয়া কাগজটা পড়ে দেখলো এবং সাথে সাথে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শীঘ্র সে সাক্ষীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো,—আচ্ছা, তুমি ঠিকঠিক চিনতে পারছো যে এই লোকই সেদিন জাহাজে করে ফ্রান্স থেকে ফিরছিলো?

—হ্যাঁ, আমি ওকে ঠিকঠিক চিনতে পেরেছি।

—দেখো, আরো একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো।

সরকারী সাক্ষী একবার তাকিয়ে দেখে বললো,—আমি ভুল বলছি না, আমি ভালো করেই দেখেছি।

—তাহলে এক্ষেত্রে তোমার ভুল হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই?

—না, নেই।

—আচ্ছা, এবার তুমি আমার এই বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে দেখো দেখি একে তুমি দেখেছিলে না কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীকেই দেখেছিলে? হলপ করে বলো।

স্ট্রাইভার আঙ্গুল দিয়ে সিড্‌নিকে দেখিয়ে দিলো। সাক্ষী এতোক্ষণ যেভাবে দৃঢ়তার সাথে সাক্ষী দিচ্ছিলো এবার সে সিড্‌নির দিকে তাকিয়ে কোথায় যেনো হারিয়ে গেলো, সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো।

www.banglabookpdf.blogspot.com

তখন সমস্ত আদালত কক্ষের লোক তাকিয়ে দেখলো সাক্ষী এবং আসামীর সাথে যে উকিল তার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বর্তমান—তারা যেনো সবাই একত্রে চমকে উঠলো।

এবার একটু বিজয়ের হাসি হেসে স্ট্রাইভার মহামান্য বিচারকদের কাছে অনুরোধ করলো সিড্‌নির মাথায় লাগানো পরচুলাটা খুলে ফেলার। মহামান্য বিচারক ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন,—তা হলে মিঃ স্ট্রাইভার কি বলতে চাইছেন আপনার বন্ধুই সত্যিকার আসামী?

—না, মহানুভব, আমি সেটা বলতে চাই না, আমি শুধু বলতে চাই যে, ভুল একজনের বেলা হতে পারে, সে ভুল তাহলে আরও একজনার বেলায় হতে পারে তো?..... এরকম মিল আরো কারুর সাথে কারুর থাকতে পারেনা, তারই বা প্রমাণ কি? তাহলে কি সবাই দেশদ্রোহী, সবাই আসামী?

অগত্যা বিচারপতি অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হয়ে সিড্‌নিকে পরচুলা খুলে ফেলতে অনুমতি দিলেন। সিড্‌নি পরচুলা খুলেই পূর্বের মতো আবার ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। সাদৃশ্য বা মিল যে কতো অদ্ভুত তা এবার সকলে আরো বেশী করে বুঝতে পারলো।

বেচারা বার্সাদের এতো কুটিলতা করে সাজানো মামলাটা এক আঘাতেই কুপোকাত হলো। জুরী বোর্ড সবাই একমত হয়ে চার্লস্ ডার্নেকে নির্দোষ বলে রেহাই দিলেন।

চার্লস্ ডার্নে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ওল্ডবেলির অন্ধকার প্রায় আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সেখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষমান ডাঃ ম্যানেট, লুসী, মিঃ লরী, স্ট্রাইভার, সিড্‌নি সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো।

লুসীরই যেনো আনন্দ বেশী, সে বেচারা চার্লস্ এর জন্যে এতো ভয় পেয়েছিলো যে, বিচার চলাকালীন একবার সে আদালত কক্ষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। বিচারের সময় ডাঃ ম্যানেট তাঁর স্বভাব মতো ডার্নের মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন আর স্ট্রাইভার তার স্বভাব মতো হল্লাচিল্লা করছিলো।

ডাঃ ম্যানেট ডার্নের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকদিন আগের ব্যাস্টিলের জীবন ও আরও আগের ভয়ঙ্কর সব কথা তার মনে হচ্ছিলো, কিন্তু তিনি কিছুতেই কিছু বুঝতে পারছিলেন না, শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মতো চেয়েছিলেন।

লুসী এবং মিঃ লরীর ডাকে তাঁর চমক ভাঙ্গলো, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুসীর হাত ধরে ধীর পদে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। চার্লস্ এবং সিড্‌নি গিয়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঢুকলো একটা মদের দোকানে।

এবারই প্রথম চার্লস্ এবং সিড্নির সাথে লুসীর বেশ আলাপ হলো, তখন কেউ জানতেই পারলো না যে এই পরিচয় সিড্নির জীবনে কি এক ভয়ঙ্কর পরিণাম এনে দেবে, জানতেও পারলো না এই পরিচয়ের মুহূর্তে তার ভাগ্য দেবতা কেমন এক ক্রুর হাসি হাসছিলেন।

মার্কুইস্ অফ এভারমন্ডের পাপে ভরা জীবনের কথা এখন আমাদের কিছু জানা উচিৎ—এই জানার মধ্য দিয়ে তোমরা সেই সময়ের ফ্রান্সের সঠিক অবস্থায় কীভাবে অসাড়, মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে আগুন জলতে শুরু করছিলো তা বোঝতে পারবে।

চার্লসের বিচারের প্রায় বছর খানেক বাদে একদিন এভারমন্ড রাজধানী থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। মার্কুইসের পাপাচারের কাহিনী, অত্যাচারের কথা ইতোমধ্যেই অবশ্য রাজার কানেও উঠেছিলো এবং সেজন্য রাজা ও রাজসভার অন্য সকলেই তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতো। ফলে তাঁর পূর্ব প্রভাব প্রতিপত্তি আর রইলো না। আর যদি তিনি পূর্ব প্রভাব প্রতিপত্তি উদ্ধার করতে চাইতেন তা হলে তাঁর প্রথম কাজই হতো মনে হয় তাঁর ভাইপোকে শীঘ্র কোনো কারাগারে বন্দী করা—বুঝতেই পারছো তাঁর ভাইপো শুধু ভাইপোই নয়, এই রাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও। সে বিদেশে পড়ে থেকে ছাত্র পড়িয়ে সামান্য নিজের জন্যে জীবিকার্জন করে এটা তাঁর পক্ষে সত্যিকার অর্থেই খুব অপমানজনক মনে করতেন। কিন্তু উপায়ও তেমন নেই। তিনি বন্ধ দরোজার গর্জন করা, আর মাঝে মধ্যে ভাইপোকে বুঝিয়ে বলা ব্যতিত আর কিছুই করতে পারতেন না।

সে যাই হোক, এবারের রাজসভায় তাঁর অভ্যর্থনা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি। দিনকালের কি পরিবর্তন হলো ভাবতে ভাবতে তিনি ফিরে যাচ্ছেন এমন সময় পথে হলো দূর্ঘটনা। কতকগুলো খুবই দরিদ্র প্রজা সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেনো যেনো

জটলা করছিলো, মার্কুইস্-এর ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ীর একটুও গতি কামালো না, বরঞ্চ গাড়ীর গতি দিলো আরও বাড়িয়ে, তাদের বাঁচানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। তাদের বোধহয় বিশ্বাস ছিলো মার্কুইস্রে গাড়ী চালানোর জন্যেই রাস্তাটা তৈরী, তাই যে সব অতি নগণ্য লোক সে রাস্তা আগলে জটলা করে তাদের এভাবেই মরা উচিৎ। তাতে হলো এই, যারা একটু বড় ও শক্তিমান ছিলো তারা কোনো রকমে নিজেদের প্রাণরক্ষা করলো কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারলো না একটি শিশু।

এবার গাড়ীটি দাঁড়িয়ে গেলো। উপস্থিত জনগণ হাহাকার করে চীৎকার করে উঠলো। ছেলেটির বাবাও সেখানে উপস্থিত ছিলো সে বেচারাতো বুকফাটা আর্তনাদ করে পথের মধ্যেই আছড়ে পড়লো।

মার্কুইস্ অতি সতর্কদৃষ্টিতে গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ রাখলেন, ভ্রূটা কুঁচকে জিগ্যেস করলেন,—কি হয়েছে এখানে? এতো গোলমাল কেনো?

মার্কুইস্কে মুখ বাড়াতে দেখেই সব সময়ের অভ্যেস মতো জনতা স্থির হয়ে গেলো—এরই মাঝ থেকে একটি—লোক এগিয়ে এসে অভিবাদন ক'রে ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো,—একটা শিশু ছেলে হুজুর, হ্যাঁ হুজুর আপনার গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে মরেছে।

—মারা গেছে?

—জ্বী হ্যাঁ, হুজুর।

—তা ঐ লোকটা এতো চেঁচাচ্ছে কেনো? ওরই সন্তান বুঝি?

ছেলেটির বাবা প্রথম মনে করেছিলো তার সন্তান হয়তো এখনো জীবিত। খানিকটা নাড়-চাড়া করে যখন বুঝলো যে একেবারেই সব শেষ, তখন সে গর্জে ওঠে গাড়ীর সামনে ছুটে এসে বললো,—মরে গেছে, হ্যাঁ, মরে গেছে বাছা আমার।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মার্কুইস্ বললেন,—মরে আমাদের কৃতার্থ করেছে।..... এমন কুকুর বেড়ালের মতো ছেলেপুলোগুলোকে একটু সামলে রাখতে পারো না? ..... আমার দামী ঘোড়া বা গাড়ী দুটোই জখম হতে পারতো? তাই বা হলো কিনা কে জানে!

তারপর কোমড় থেকে একটা টাকার থলি তুলে তার মাঝ থেকে একটা মোহর বের করে ছুঁড়ে দিলেন ঐ সন্তানহারা লোকটির দিকে এবং গাড়োয়ানকে নির্দেশ দিলেন গাড়ী চালাবার জন্যে। লোকটি সামান্য সময় মার্কুইস্ এর দিকে তাকিয়ে থেকে আবার আছড়ে পড়লো সন্তানের বুকের উপর।

জনতা চারপাশে এতোক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়েছিলো, এতোবড় অমানুষিক

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ব্যাপারের কোনো প্রতিবাদও তাদের মুখ থেকে বেরোচ্ছিলো না, এমন কি মোহর ছুঁড়ে দিয়ে মার্কুইস্ যে লোকটিকে সত্যিকার অর্থে অপমান করলেন তাও তারা বুঝতে পারলো না। অবশ্য এর মাঝ থেকেই একজন লোক এগিয়ে এলো লোকটির পাশে এবং তাকে স্বান্ত্বনার সুরে বললো,—কেঁদে আর কি করবে ভাই, এ ওর জন্যে ভালোই হলো। বেঁচে থেকে তিলতিল তোমার চোখের সামনে অন্ন বস্ত্রের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরতো, সেটাও তো সহ্য করতে হতো? তার চাইতে এই এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেলো, সে কিছু জানতেও পারলো না, এই ভালো।..... বেঁচে যদি থাকতো তাকে ভর পেট খাবার দিতে পারতে?

মার্কুইসের দৃষ্টি এবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো, তিনি বক্তাকে ডেকে বললেন,—বাহ্ তুমি তো বেশ ভালো বলতে পারো, বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে মনে হয়। দর্শনে তোমার বেশ দখল আছে মনে হয়। তা দার্শনিক মশাই, তোমার নামটি কি জানতে পারি? কি করো?

লোকটি মার্কুইসের দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখে তাকিয়ে রইলো।—আমার নাম ডেফার্জ, সেন্ট এ্যান্টোয়োনা আমার একটা ছোটোখাটো মদের দোকান আছে।

আরও একটি মোহর থলে থেকে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মার্কুইস্ বললেন,—ভালো, ভালো।..... নাও হে, এবার গাড়ী চালাও তো।

জনতা সবাই পথের দু'দিকে সরে গিয়ে মার্কুইস্-এর গাড়ীর পথ করো দিলো। গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো। কিন্তু ঠিক তখনি কি একটা মার্কুইসের গাড়ীর জানালা দিয়ে এসে পড়লো তার সিটের সামনে। তিনি চমকে উঠেছিলেন, তুলে দেখলেন এটা সেই মোহর যা তিনিই দিয়েছিলেন—তিনি কী করবেন চকিতে ভাবতেই তাকিয়ে দেখলেন ডেফার্জ ইতোমধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে। রাগে, অপমানে তার চোখ রক্তবর্ণ হলো, তিনি স্বভাবতই বলে উঠলেন,—'গ্রসে সোয়াইন' বা বুড়ো শুয়োরটাকে পেলে এখনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতাম, আমার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মজাটা ওকে বুঝিয়ে দিতাম ব্যাটা শুয়োর।

ডেফার্জের তো আর সেখানে থাকার প্রশ্নই উঠে না, তাই মার্কুইস্ গাড়ী চালিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। তারপর মার্কুইসের বাড়ি পৌছতে পৌছতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো। তিনি বাড়িতে পৌছেই প্রথম খোঁজ করলেন তাঁর ভাইপো অর্থাৎ চার্লস্ ডার্নে ফিরেছে কিনা, তিনি যখন শুনলেন, না সে আসেনি—তখন তিনি নির্দেশ দিলেন চার্লস্ এ-বাড়িতে ঢোকামাত্র যেনো সংবাদ দেয়া হয় তাঁকে এবং এটা একান্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। তারপর তিনি চলে গেলেন অন্দরে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মার্কুইসের চাকর-বাকরের সংখ্যা ছিলো অনেক। কোকো খাওয়া, পানি খাওয়া, চা খাওয়ানো, কাপড়-চোপড় পাল্টে দেয়া এবং রান্নাঘরের কাজ করা এসব লোকের অভাব বলতে কিছু নেই। এবং তাদের মধ্যে কেউ মার্কুইসের নিজের জন্যে নির্দেশ দেয়া কঠিন কাজটিই প্রতিদিন রুটিন মাফিক করতে হতো। এর অন্যথা কখনো হয়নি হলে তার খবর হয়ে যাবে।

তাঁর নির্ধারিত ভৃত্য যখন তাঁর পরিধেয় জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দিচ্ছিলো তখন মার্কুইস্কে জানালো—সন্ধ্যের সময় বাগানের মধ্যে একজন লোককে সে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে, কিন্তু ধরার কথা ভাবতেই সে পালিয়ে গেছে।

মার্কুইস্ এ কথা শোনামাত্র তাদের কাজে গাফলতির জন্য খুব বকাঝকা করলেন এবং হুকুম দিলেন যে এবার ঐ লোকটিকে দেখলে যে কোনো ভাবে তাকে ধরে যেনো শূলে চড়ানো হয়। চাকরদের নির্দেশ দিলেন তার শোবার ঘর, খাবার ঘর, স্টাডি বা লাইব্রেরী ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবার জন্যে—আবার যদি লোকটি এসব ঘরে লুকিয়ে থাকে এটাই ভয়।

রাতে খাবার আগে-ভাগে চার্লস্ ডার্নে এসে পৌছলো। মার্কুইস্ চার্লস্কে এখানে আসতে পত্র লিখেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিলো একবার তিনি তাঁর ভাইপোকে তার বর্তমান জীবন এবং তার চিন্তা থেকে সরে আসতে বলবেন। অর্থাৎ তিনি বলবেন,—তুমি চাচার কাছে এসেই থাকো—অবশ্য এর ভিন্ন একটা কু-মতলবও মার্কুইসের ছিলো, তা হলো, যদি রাজসভায় পূর্বের প্রভাব প্রতিপত্তি ফেরানো যায়, প্রয়োজন হলে চার্লস্কে তিনি অনুরোধ করবেন, আদেশ করবেন, না হলে নির্দেশ, অন্যথা হলে তো ব্যাস্টিল এর অন্ধকার কারাগার আছেই। কিন্তু অনুরোধ-আব্দার, উপরোধ কোনো কিছুতেই চার্লস্কে রাজী করানো গেলো না। বরঞ্চ ভাইপো তাঁকে অনুরোধ করে বললো,—চাচা, তুমি তোমার জীবনযাত্রার বর্তমান ধরণটা বদলাতে চেষ্টা করো, তাতে তোমারই ভালো হতো।

সে আরও বললো,—আমার মা মৃত্যুর সময় আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেনো আমার বংশের দুষ্কার্যের প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করি।

কিন্তু বেচারী চার্লস্ কি করবে? তার চাচাকে সে বহু অনুরোধ-উপরোধ করেছে, চোখের পানিতে অনুরোধ করেছে, কিন্তু পাষাণ মার্কুইস্ তাতে গলবার পাত্র নয়—তাঁকে কোনো অনুরোধেই গলানো যায়নি। এইতো গত রাত্রে চার্লস্ তার চাচাকে অনেক বুঝিয়ে বললো,—এখনও সময় আছে চাচা, এখনও ফিরে আসতে পারেন এই কদর্য জীবন থেকে, নইলে এই বংশ রক্ষা করা কঠিন হবে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু ধূর্ত মার্কুইসের সেই এক কথা,—যেভাবে আমি আমার জন্ম থেকে জীবন যাপনে অভ্যস্ত সে মতোই বাকী জীবনটা কাটাতে চাই, আর অন্যজীবন ?..... তা শুরু করার মতো এতো সময়ও আমার নেই!

চার্লস্ আর কি করবে ? সে চাচার কক্ষ ছেড়ে শুতে গেলো। মার্কুইস্ও নানা প্রকার প্রসাধন সুগন্ধি লাগিয়ে প্রতিদিনের মতো শুতে গেলেন তাঁর সুসজ্জিত কক্ষে। কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কথা—যা ঘটলো তা হলো সেই শোওয়াই হলো মার্কুইসের শেষ শোওয়া।

পরদিন সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখলো, মার্কুইস্ মরে পড়ে রয়েছেন। কে যেনো তাঁর বুকে অমূল একটা ধারালো ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেছে। অবশ্য ছুরিটার সাথে একটা কাগজের টুকরো আটকানো ছিলো, তাতে লেখা,—যাও তাড়াতাড়ি জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাও। আমরা মুসলিমরা যেমন বলি, 'ফিনালে জাহান্নামা খালেদিনা ফিহা'। সবাই বুঝলো, নরকে আজ তাদের কাঙ্ক্ষিত অতিথির জন্যে নরকবাসী সবাই তৈরী।

যতো দিন যেতে লাগলো, লুসীর সাথে চার্লস্-এর পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠতে লাগলো। শেষে সম্পর্কটা এমন দাঁড়ালো যে চার্লস্কে দেখলেই মিস্ প্রস্ একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠতো। তার ভাষায় তার 'খুকু সোনা'কে পাছে কেউ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এটাই তার দুশ্চিন্তা। একদিন তো সে ব্যাংক কর্মকর্তা মিঃ লরীকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলো,—এই রকম যদি দলে দলে লোক তাদের বাড়িতে আসতে থাকে তাহলে সে একদিন হৈ-হল্লোর করে সব অনর্থ ঘটাবে। অবশ্য মিস্ প্রস্ 'দলে দলে' শব্দটি বললেন ঐ দলের সংখ্যা কতো যানো ? মাত্র চারজন—চার্লস্ ডার্নে, সিড্নি কার্টন, স্ট্রাইভার এবং বয়স্ক মিঃ লরী। কিন্তু এই তথাকথিত বৃহৎ দলটিব জন্য মিস্ প্রসের খুকুমনির জন্যে ভাবনা। ভাবনাই বা বলছি কেনো, রীতিমতো দুর্ভাবনা। তাও সীমাহীন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একদিন সন্ধ্যেতে চার্লস্ গেলো ডাঃ ম্যানেট-এর বাড়ি। গিয়ে দেখলো, মিস্ লুসী এবং প্রস্ কোথাও যেনো বেরিয়েছে, ঘরে কোনো অতিথিও নেই, শুধু ডাঃ বসে বসে একখানা কি যেনো বই মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। চার্লস্ ঘরে ঢুকেই কুশল বিনিময় করলো, তারপর বললো,—দেখুন, একটা কথা আমি বিনয়ের সাথে আপনাকে বলতে চাই। আমি বহুদিন ধরেই কথাটা বলবো বলবো করছি, কিন্তু ঠিক ঠিক ভরসায় কুলোয় না।

ডাঃ ম্যানেট একটুখানি চুপ করে রইলেন, তারপর প্রশান্ত ভাবেই প্রশ্ন করলেন,—কথাটা কি লুসী সম্পর্কে ?

চার্লস্ ঘাড় নেমে বললো,—হ্যাঁ, তাই।

—তাহলে ও কথা না বললেই আমি ভালো মনে করবো।

চার্লস্ আবেগভরা কণ্ঠে বললো,—কিন্তু তা বলা যে আমার একান্ত প্রয়োজন, আমি তাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আমি চাই তাকে সুখী করার জন্যে আমার সারা-জীবন ব্যয় করতে—আশাকরি আপনি আমার কথার অন্যথা মনে করবেন না, বিশ্বাস করুন, আমি আমার জীবনের চাইতে ওকেই বেশী ভালোবাসি। তার কোনো অযত্ন, অবহেলা, অসম্মান আমার দ্বারা হবে না আমি এ শর্তও করছি, আশাকরি এবার আপনি আপনার মতামত দেবেন ? অনুগ্রহ করুন আমাকে। অনুরোধ।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন ডাঃ ম্যানেট। তারপর বললেন,—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি চার্লস্, বিশ্বাস করি।

চার্লস্ও বলতে থাকলো,—দেখুন, আপনিও আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসতেন, সে কথা একটিবার স্মরণ করেও কি.....

হঠাৎ চীৎকার করে ডাক্তার বলে উঠলেন,—চুপ করো, চুপ, চুপ করো, ওকথা বোলো না, ও কথা আর কোনোদিন কখনো মনে করিয়ে দিও না।

একটু যেনো অপ্রস্তুত হলো চার্লস্। তারপর বলতে শুরু করলো,—আমি জানি লুসী আপনার কতোখানি স্নেহের, তাকে যে আপনার জীবনের জন্যে একান্ত প্রয়োজন এটাও জানি, লুসী বলতে হয় একাধারে আপনার জ্ঞানী বুদ্ধিমান একমাত্র কন্যা, আপনার মা-ও বলা চলে তাকে। তবে আপনি একথা একবারের জন্যেও মনে আনবেন না যে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাইছি তার অর্থ, লুসীকে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবো দূরে কোথাও। আমার তো বাবা নেই। তাই আপনিই হবেন আমারও বাবা। আমরা তিনজনে মিলে অর্থাৎ বলছিলাম কি আপনি, আমি এবং লুসী

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিলে এক শান্তির নীড় বাঁধবো। আমাদের বন্ধন হবে আরো দৃঢ় ও মজবুত।

ডাক্তার ম্যানেট একটু চুপ করে থেকে নিচু কণ্ঠে বললেন,—আমি সে কথা বিশ্বাস করি চার্লস্..... কিন্তু তুমি কি এসব কথা কখনো লুসীকে বলেছো ?

—না, বলিনি।

—কখনো এ সম্বন্ধে কোনো চিঠি-পত্র বা চিরকুট লিখেছো ?

—নাহ, আমি তাও লিখিনি!

—তোমাকে ধন্যবাদ। আমি অবশ্য কামনা করবো এবং চাইবো লুসী যদি এতে অমত না করে তবে তার সুখের পথে আমি অন্তরায় হবো না। আমি এই কথাটুকু দিয়ে রাখলাম তোমাকে।

—তাহলে ধরে নিচ্ছি এতে আপনার মত আছে। আমি কি এবার লুসীর মতামতটা জেনে নিতে পারি ? আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

—হ্যাঁ চার্লস্, তুমি পারো।

চার্লস্ এবার উঠে দাঁড়ালো, তারপর ইতস্তত করে বললো,—দেখুন, একটা কথা আগেই আপনাকে বলা প্রয়োজন। অবশ্য সেটা তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আর কি। আমিও আপনারই মতো ফরাসী। আপনার মতো আমিও স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি। আমার আসল নামটি হলো.....

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর চার্লসের হাতটা চেপে ধরে বললেন,—না, না, তোমার পরিচয় আমার শোনার প্রয়োজন নেই, তুমি তা শুনিও না.....

চার্লস্ বলে উঠলো,—আমার যে তা বলতেই হবে। নয়তো ব্যাপারটা ঠিক হয় না!

ডাক্তার বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন। বললেন,—ঠিক আছে, আজ নয়, আজ নয়, অনেকদিন পরে, অথবা যদি লুসী তোমাকে সত্যিকার পছন্দ করে। তারপর তোমাদের মধ্যে বিয়ে হয় তো সেদিন সেই বিয়ের দিন আমি শুনবো তোমার কথা। আর কথা নয়, আমার এই অনুরোধটা তুমি রাখো।

কিছুক্ষণ চার্লস্ এর কারণটা অনুসন্ধান করে যখন কিছুই বুঝতে পারলো না, তখন বললো,—আচ্ছা, আপনার কথাই রইলো।

চার্লস্ বেরিয়ে গেলো। ডাঃ ম্যানেট স্থির হয়ে বসে রইলেন, এতোটাই স্থির হয়ে বসেছিলেন যে—যে কেউ তাঁকে দেখলে মনে করবে মর্মর মূর্তি।

আস্তে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, অন্ধকার হলো আরো বেশী, কিন্তু তবুও ডাঃ ম্যানেটের কোনো ভাবান্তর নেই। বহুদিন আগে এক আধা-পাগল ব্যাস্টিলের

www.banglabookpdf.blogspot.com

অন্ধ-কারাকক্ষে বসে এভারমন্ডদের অভিসম্পাত দিচ্ছিলো, আজ সেই আধা-পাগলের সাথে স্নেহশীল এক পিতার ওপর আরো প্রশ্নের দ্বন্দ্ব বেধেছে, তা হলো, কে করবে এর সমাধান ?

অনেক অনেক সময় পরে ডাঃ ম্যানেট উঠে দাঁড়ালেন, কাঁপা কাঁপা হাতে বাতি জ্বেলে ঢুকলেন নিজের শোবার ঘরে, তারপর অনেকদিন পূর্বে ব্যবহৃত যে চরম দুঃখের স্মৃতিচিহ্নকে সাথে করে এনেছিলেন সেই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে বসলেন। হ্যাঁ, অনেককাল বাদেই বসলেন আবার জুতো তৈরী করতে।

লুসী বাইরে থেকে ফিরে এসে বসবার ঘরে বাবাকে না দেখে একটু আশ্চর্য্য হলো, সে এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগলো। তারপর বাবার শোবার ঘর থেকে খুট্ খুট্ শব্দ শুনে সে ঐ ঘরের দরোজায় গিয়ে যা দেখলো তাতে তার বুকের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। এতোদিনের যত্ন, চেষ্টাআত্তির সব তাহলে কি বিফল হবে ? বাবা কি আবার পাগল হয়ে গেলেন, ভাবলো লুসী। পরক্ষণেই সে একটা সোফার উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠলো। তার কান্নায় শব্দ ডাঃ ম্যানেটের কানে পৌছতেই তিনি কাজ থামিয়ে কান পেতে রইলেন। আস্তে আস্তে তাঁর সেই আধা-পাগলা এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি একটু একটু করে শান্ত হয়ে এলো—তিনি হাতের যন্ত্রপাতি ফেলে লুসীর পাশটিতে এসে বসলেন।

সিড্‌নি কার্টনের দিনকাল পূর্বের মতোই কাটছে। সেই ঠিক আশাহীন, উদ্দেশহীন, নিস্তেজ ও অকর্মন্যতার মধ্যে দিয়েই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মদ পানও আছে রীতিমতো। তবে তার সেই নিরাসক্ত উদাসীন জীবনে যে সামান্য হলেও একটা কিছু পরিবর্তন এসেছে তা বোঝা যায়—আর সেটা হচ্ছে সুন্দরী মিস্ লুসীর প্রতি লোভ বা আসক্তি। সে অবশ্য লুসীদের বাড়িতে তেমন যেতো না বা গেলেও তেমন কথাবার্তা বলতে পারতো না; তবে প্রতিদিন রাত্রি হলেই সে ডাঃ ম্যানেটের বাড়ির সামনের পথে ঘুরে বেড়াতো। এমনিতে রাতজাগা তার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, যদিও বা পূর্বে একটু ঘুম হতো বেচারায়, এখন সে তাও একেবারেই ত্যাগ করেছিলো।

এমনি করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই একদিন সে ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকে পড়লো। এদিকে ডাক্তার তখন বাড়িতে নেই, লুসী বারান্দায় বসে বসে সেলাই করছিলো। ওকে দেখেই লুসী চমকে উঠলো, তবে মুখে বললো,—আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কোনো, আপনি অসুস্থ্য নাকি ? আপনার শরীরটা এতো ভাঙাচেরা দেখাচ্ছে কেনো ?

একটু ম্লান হাসি দিয়ে সিড্‌নি বললো,—শরীরের কথা ? আমার মতো হতভাগাদের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

শরীর তো ভালো থাকাটাই আশ্চর্য।

মাথাটা নিচু করে লুসী বললো,—যদি খারাপ কেনো কিছু হচ্ছে যেনে থাকেন তাহলে তা ছেড়ে দিলেই হয়। এখনও তো সময় শেষ হয়ে যায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলো সিড্‌নি,—সময় হয়তো এখনও আছে। কিন্তু কেনো? আমার কি আছে? মানুষের বাঁচার জন্যে আশা থাকতে হয়, কিসের আশায় আমি ভালো হবো? কিসের আশায় আমি নতুন করে জীবন শুরু করবো?

লুসী একটু কাতর কণ্ঠে বললো,—এমন কেউ কি নেই আপনার, যার জন্যে আপনার বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন?

এক পলক লুসীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো সিড্‌নি,—হ্যাঁ, আছে। সে যদি আমার জীবনের দায়িত্ব নেয়, তাহলে আমার এই জীবন আলোকিত হবে, তার মুখ দেখেই আমি ভালো হতে পারি। কিন্তু সেতো আমার জন্যে বামন হয়ে চাঁদের আশা।

লুসী এবার বুঝতে পারলো সে লুসীর কথাই বলছে। সে আরো একটু নতমুখ করে বললো,—সে ভাবে হয়তো সাহায্য করতে পারবো না, তবে অন্যভাবে সাহায্য করা কি সম্ভব নয়? আমি আমার বিশেষ বন্ধুদের একজন মনে করি আপনাকে, আমি সত্যি আপনার অবস্থা দেখে দুঃখিত।

একটা কেমন যেনো শব্দ করে সিড্‌নি বললো,—আমি জানি আমার মতো লোককে আপনার ঘৃণা না করাই অস্বাভাবিক। কিন্তু তবুও যে আপনি আমাকে দয়া করেন, আমার জন্যে দুঃখিত হন, এটুকুই আমার জন্যে অনেক বড় স্বান্ত্বনা।..... আমি জানতাম আমি যা একটু আগে বলেছি সেটা দুরাশা, এবং সে কারণেই কোনো কথা এতোদিন বলিনি, বলবো না আর কখনো, আমি আপনাকে কথা দিলাম, এই একটি বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

ব্যাকুল হয়ে লুসী বললো,—না, না, আপনাকে আমি ঘৃণা করতে যাবো কেনো? তবে আপনার কি এই অবস্থা থেকে ফেরার কোনো পথই নেই? আমার মতো একজন ছোটো বোন যদি আপনারও থাকতো তার কথাতেও কি আপনি মানুষের মতো জীবনে ফিরতেন না?

একটু হেসে সিড্‌নি জবাব দিলো,—এটা আমার ভাগ্য মিস্ লুসী ম্যানেট। আমি এমনি করেই আস্তে-ধীরে অধঃপতনের পথে নেমে যাবো—তারপর একদিন সবার অজান্তে সব সাঙ্গ করে মিলিয়ে যাবো পৃথিবী থেকে। কেউ তার জন্যে কোনো দুঃখ করবে না। কেউ তার খবরও রাখবে না।..... কিন্তু আমি ভুলবো না, আপনি আমার জন্যে ভাবেন, কোনোদিন ভুলবো না সে কথা। আমি সেজন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা

www.banglabookpdf.blogspot.com

জানাই—তবে একটি কথা, আপনি আমার জন্য দুঃখ করবেন না, আমি আপনাকে দুঃখ দেয়ারও উপযুক্ত নই।

লুসী শুধু অপলক চোখে সিড্‌নির দিকে তাকিয়ে রইলো, এরপর আর কি জবাব থাকতে পারে?

ফিরে যাবার আগে সিড্‌নি আবারো বললো,—আমার জন্যে কখনো চোখের পানি ফেলবেন না, এই আমি—আমি আর ঘন্টা দুই পরেই হয়তো বা কোনোও নিচু নোংরা পরিবেশে ডুবে যাবো—তবে আমার একটা অনুরোধ রইলো, আমি যে কথাগুলো বললাম তা শুধুই আপনাকে বলার জন্যে, অন্য কাউকে জানাবার জন্যে নয়। আমার দুঃখগুলো আপনার মাঝে, আপনার অন্তরের মাঝে যে পৌছে দিতে পেরেছি এটাই আমার জন্যে বিরাট এক সান্ত্বনা। একথা কারোও কানে পৌছলে আমার এই পরম অনুভবের মূল্য শেষ হয়ে যাবে। এর স্থান শুধু আপনার হৃদয়েই রইলো —আমি কি এটুকু আশা করতে পারি?

লুসী বললো,—আপনি যা বললেন সেতো আপনারই কথা, অন্যদের আমি তা কেনো বলবো? আমি কারুকে বলবো না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—ধন্যবাদ মিস্ লুসী, আপনাকে ধন্যবাদ। আর একটি কথা, বহুদিন পরে, যখন আপনার স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখের সংসার আনন্দে ভরে ওঠবে, যখন কচি কচি সুন্দর মুখগুলো চারিদিকে আপনাকে ঘিরে রাখবে, তখন কখনো অন্যমনে এই হতভাগাকে মনে করবেন। এইটুকু শুধু মনে করবেন, পৃথিবীর যে স্থানেই থাকুন না কেনো, আপনার জন্যে, আপনার আপনজনদের জন্যে সে তার জীবনের শেষে রক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত। আচ্ছা আজ আসি। ঈশ্বর অবশ্যই আপনার মঙ্গল করবেন।

সিড্‌নি বেড়িয়ে গেলো। সেখানেই বসে রইলো লুসী অনেকক্ষণ, কিছুটা কাঁদলোও সিড্‌নির পরিণতির কথা মনে করে।

চার্লস্‌এর সাথে মিস্ লুসীর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে দিনটি এগিয়ে এলো। মিঃ লরী বেশ অভাবনীয় উপঢৌকন নিয়ে এলেন এবং লুসীকে নানা ধরনের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আশ্বাস দিতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝেই আনন্দাশ্রু মুছতে লাগলেন। মিঃ লরী জানেন আজ মিস্ প্রস্‌ের থেকে ধমক খাবার কোনো সম্ভাবনা নেই—কারন আজ সেই ভগ্নহৃদয়, তার 'খুকুমনি'র বিয়ের সবদিকের সার্বক্ষণিক তদারকিতেই যে বেশী ব্যস্ত।

চার্লস্‌ের নিজ পরিচয় বিয়ের দিন দেবার কথা, তা চার্লস্ ভুলেনি। যদিও ডাঃ ম্যানেট তা ভুলতে প্রস্তুত। আর পরিচয় গোপন করে বিয়ে করা চার্লস্‌ের দৃষ্টিতে রীতিমতো জোচ্চুরি। তাই একদিকে যখন সবাই বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত, চার্লস্‌কে নিয়ে ডাঃ ম্যানেট তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরী রুমে ঢুকলেন। যখন ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁর মুখ প্রশান্ত আর যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর সে মুখ যেনো সাদা ছাঁইয়ের মতো, হাত পা-গুলো সামান্য কাঁপছে। যে বংশকে তিনি এককালে দিনের পর দিন অভিসাপ দিয়েছেন, যে বংশ তাঁর সমস্ত দুঃখের হোতা, যে বংশ বিনা অপরাধে তাঁকে আঠারোটি বছর আটকে রেখে জীবনটাকে বলতে গেলে ব্যর্থ করে দিয়েছে—এবং তার চাইতেও বড় কথা, অনেকবার চেষ্টা করেও তিনি ঐ বংশকে ক্ষমা করতে পারেননি। আর আজ আবার তাঁর নয়নের মনি, তাঁর একমাত্র বংশধর, তাঁর সর্বস্ব একমাত্র কন্যাকে ঐ বংশের হাতে তুলে দিতে হবে!

এতোকিছুর পরও তিনি সবকিছু সংযত করে বিয়ের সম্মতি দিয়েছেন। কারন, যে কন্যা তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন সে যদি সুখি থাকে তবে তাই হোক—তাতে তিনি বাধা হবেন না। কন্যার সুখের চাইতে কোনো অবস্থাতেই প্রতিশোধ-তৃষ্ণা বড় হতে পারে না। কক্ষনো না।

ডাঃ ম্যানেট কন্যা সম্প্রদান করলেন। ভেজা চোখ ভগ্ন মনে লুসী স্বামী চার্লসের সাথে পনের দিনের জন্য বিদেয় নিলো। মিঃ লরী ও মিস্ প্রস্‌ের উপর দায়িত্ব রইলো ডাঃ ম্যানেট-এর পূর্ণ দেখাশোনার। মিঃ লরী লুসীকে কন্যা স্নেহে কথা দিলেন, বললেন,—যতোক্ষণ আমি আছি তোমার বাবার জন্যে কোনো চিন্তা করো না।

লুসীরা বাড়ি ত্যাগ করার পর ডাক্তারের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে মিঃ লরী সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে ব্যাংক-এ গেলেন তা ঘন্টা দুই হবে—ফিরে দেখেন, মিস্ প্রস্ সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, মুখ তার শুকনো। এই অবস্থা দেখে মিঃ লরী কিছু জিগ্যেস করতেই মিস্ প্রস্ আঙ্গুলের নির্দেশে ডাঃ ম্যানেট-এর ঘরটা নির্দেশ করলো। মিঃ লরী শীঘ্র ছুটে গেলেন সে ঘরে, গিয়ে দেখলেন ডাক্তারের সেই পূর্বেকার পাগলপনা আবার পুরো মাত্রায় ফিরে এসেছে। দৃষ্টি উদভ্রান্ত, উদোম গা, তিনি পূর্বেই মতোই ঝুঁকে পড়ে জুতো তৈরীর কাজ করছেন। মিঃ লরী ভীষণরকম বিপন্ন হয়ে পড়লেন। কতো ডাকাডাকি, কতো বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ডাঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com

ম্যানেট মিঃ লরীকে আগের মতোই আবারো একেবারেই চিনতে পারলেন না।

তিনি ভাবতে লাগলেন লুসীকে যে কথা দিয়েছেন এখন এমন সংবাদ কি করে দেবেন? শেষে মিস্ প্রস্‌ের সাথে বুদ্ধি করে একমত হলেন, এই মুহূর্তে লুসী এবং জামাতা চার্লস্‌কে এই সংবাদ দেয়া হবে না। বাইরের লোকজন ও ডাঃ এর ব্যক্তিগত রোগী ও বন্ধুদের জানানো হলো, তিনি ভীষণ অসুস্থ্য এবং শয্যাশয়ী হয়ে আছেন।

মিঃ লরী ন'দিন ন'রাত্রি ডাক্তার ম্যানেটের শিয়রের কাছে কাছে রইলেন এবং নানান কৌশলে ডাক্তারকে বোঝাতে এবং স্বান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাস্তবে কিছুতেই কিছু হলো না। ন'দিনের দিন রাত্রে হঠাৎ মিঃ লরী একটু তন্দ্রার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—যখন জেগে গেলেন তখন দেখলেন ডাঃ ভালো আছেন, তার মধ্যে মানষিক উত্তেজনার সামান্যতম চিহ্নমাত্র নেই। মিঃ লরী কেনো এমন হয় বা হয়েছিলো তা ডাক্তারের কাছে জানতেও চাইলেন না, তিনি এই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও তুললেন না, শুধু একদিন মাত্র ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে তাঁর সেই দুঃখের দিনের স্মৃতি, মুচির কাজ করার যন্ত্র-পাতিগুলো নষ্ট করে ফেলে দিলেন।

লুসী আর চার্লস্ যেদিন ফিরে আসলো তখন এসব কথার কিছুই তারা জানতে পারলো না। বাবার স্নেহের সাথে যে সহজাত বিদ্বেষ, যে কী মানষিক যুদ্ধ এ ক'দিন হয়ে গেলো এবং একমাত্র কন্যার মুখ ও সুখ চেয়ে তার বাবা ডাঃ ম্যানেট যে কি আত্মত্যাগ করলেন তা লুসী কিছুই জানতে পারলো না।

সে যাই হোক, ডাঃ ম্যানেট, লুসী ও চার্লস্ মিলে এবার সত্যি সত্যি সুখের সংসার পাতলো। সৎপথে থেকে ও পরিশ্রম করে চার্লস্ নিজে যা আয় করতো তার বেশী চাহিদা লুসীরও ছিলোনা, চার্লসের তো নয়ই। চার্লস্ তার পিতার সম্পত্তির সমস্ত আয় যেনো গরীব প্রজাদের ভালোর জন্যে ব্যয় করা হয় এমন নির্দেশ দিয়েছিলো।

এদিকে সিড্‌নি ওদের বাড়িতে প্রায়ই আসতো। প্রথমটা চার্লস্ ওকে তেমন পাত্তা দিতে চায়নি, কিন্তু লুসীই একদিন স্বামী চার্লস্‌কে নিভৃতে ডেকে বললো,—দেখো, ঐ লোকটার সঙ্গে তুমি কখনো মন্দ ব্যবহার করো না, আমি জানি ওর বাইরের রূপটাই ওর আসল পরিচয় নয়। ওর ঐ দৈন্যে ভরা জীবনের অন্তরালে কতো সম্পদ লুকিয়ে আছে তা আমি জানি। অবশ্য আমি তা কিভাবে জানলাম সে প্রশ্ন তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে করো না, আমি তোমাকে তা বলতেও পারবো না, তবে যতোটুকু জানি তা আমি নিশ্চিত জানি।

সেদিন থেকে চার্লস্ সিড্‌নিকে বেশ সম্মান করে চলতো। অবশ্য সিড্‌নিও সেই সম্মানের পূর্ণ মর্যাদা দিতো। যখন সে লুসীদের বাড়িতে আসতো তখন সে ভুলেও

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আর মাতাল অবস্থায় আসতো না।

এমনি করে এক এক করে দু'টি পুরো বছর শেষ হলো। লুসীর কোল জুড়ে এলো এক পুত্র, এক কন্যা। ডাক্তার, সিড্‌নি কার্টন, মিঃ লরী এবং মিস্ প্রসের যত্নে ওরা মানুষ হতে লাগলো। এক কথায় স্বর্গতুল্য সংসার বলতে যা বোঝাই তাই গড়ে উঠেছিলো এই সংসার। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁদের মাথার উপর নেমে এলো ঈশ্বরের বজ্র, তা যেমনি আকস্মিক, তেমনি ভয়ঙ্কর।

আগুনের ইন্ধন আস্তে আস্তে জমা হচ্ছিলো, তা বেশ বহুদিন ধরেই। তাই আগুন যখন লাগলো তখন তা ছড়িয়ে গেলো অনেকদূর এক প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করে এবং তা মুহূর্তে ছড়িয়ে গেলো সবখানে।

এই দুঃখজনক ইন্ধন যোগানোর কাজ কে নিয়েছিলো আন্দাজ করতে পারো তোমরা? ডেফার্জ আর তার স্ত্রী। সেন্ট এ্যান্টোয়েনোর বুভুক্ষু দরিদ্রের দল প্রথমটা ভয়ে ভয়ে এদের পতাকাতলে জমা হয়েছিলো, কিন্তু ওরা একটু একটু করে সবাইকে তাতিয়ে তুললো। চারিদিকে যতো অত্যাচার দরিদ্রদের প্রতি ঘটতো তার কাহিনী এদেরকে শোনানোর দায়িত্ব নিয়েছিলো ডেফার্জ; বহুদিনের ভয়কে এইসব কুঠারের আঘাতে উস্‌কে দিলো। ডেফার্জের স্ত্রী তার বোনা জালের মধ্যে শত্রুদের প্রত্যেকের হিসাব সাংকেতিক বুননে লিখে রাখতো। শুধু তাই নয়, রাজার গুপ্তচরদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও ছিলো ডেফার্জ-এর স্ত্রীর উপর।

কিন্তু অত্যাচার থামে না। কোথাও খাদ্য নেই, পথ্যতো দূরস্থ। কেউ খাদ্য সংগ্রহের উপায়ও বলতে পারে না, অথচ শোষণ চলছে প্রতিনিয়ত, কর্তাদের টাকাতো চাই-ই। ডেফার্জ তাদের বুঝিয়ে দিলো, আর কিসের ভয় তাদের? নেংটোর আবার চোরের ভয় কি? কিসের মায়া, জীবন? সেতো অত্যাচার, অনাহারে এমনিতেই আজ নয় দু'দিন বাদে চলে যাবে।

ওরা বুঝলো ডেফার্জ-এর কথা—দলে দলে পুরুষেরা এসে যোগ দিলো ডেফার্জের

www.banglabookpdf.blogspot.com

দলে আর তাদের স্ত্রী এবং মেয়েরা জমা হলো ডেফার্জের স্ত্রীর পতাকা তলো। লাঠি, বল্লম, দা, কুড়োল, খুন্তি এসবই হলো তাদের যুদ্ধের অস্ত্র।

তাদের প্রথম লক্ষ্যবস্তুই ছিলো ব্যাস্‌টিল। সবাইকার একটা ধারণা ছিলো ঐ দুর্গটি অপরাজেয়, ভয়ঙ্কর। বলতে গেলে এই দুর্গ-ভীতিই বিদ্রোহীদের শাসন করেছে। এই ব্যাস্‌টিল দুর্গই ছিলো রাজশক্তির সব চাইতে বড় হাতিয়ার। আর ব্যাস্‌টিল দুর্গ জয় করা যায় এটা সত্যি বিশ্বাসযোগ্য ছিলো না। তার প্রাচীর দুর্ভেদ্য, তার শক্তি অপরিসীম।

কিন্তু বিধি বাম, এই শক্তিধর ব্যাস্‌টিল দুর্গটি দুর্বল প্রজাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। কামান, বন্দুক আর পানিতে ভরা খালের মতো পরিখা, শক্ত-কঠিন প্রাচীর বিদ্রোহীদের ঠেকাতে পারলো না। বিশাল, ভয়ঙ্কর ভীতির রাজ্য ব্যাস্‌টিলকে ওরা ভেঙ্গে মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দিলো। আগুন লাগিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলো। আর সেদিনই বিলুপ্ত হলো ফ্রান্সের সুবিশাল রাজ পরিবারের শক্তি।

ব্যাস্‌টিলে শুরু হওয়া আগুন আর নিভলো না। ফ্রান্সের চারিদিকে হত্যা, গুম, অগ্নিকান্ড চলতে লাগলো। দেশের দরিদ্র জনগণই হলো দেশটির মালিক। তাদেরই নাম হলো 'সিটিজেন' ও সিটিজেনস্' যার অর্থ হলো—নাগরিক ও নাগরিকা। ওদের একটাই লক্ষ্য তা হলো পূর্ণ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। অশিক্ষিত এবং দরিদ্রের হাতে ক্ষমতা এলে যে তার অপব্যবহার হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—এতো যুগ পরে আমাদের দেশের দিকে তাকালেও সেই অবস্থা দেখবে। যদিও আমরা আজ স্বাধীন ও স্বার্বভৌম। সে দেশেও তাই হলো, যতো জমিদার, যতো রাজপুরুষ ছিলো তাঁরা এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়রা বিনা বিচারে প্রাণ হারালো। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলো নিতান্ত নির্দোষ এবং নিরপরাধ কিন্তু সে হিসেব কে করবে? উন্মত্ত-অশিক্ষিত জনতা চায় শুধু রক্ত—রক্ত তাদের চাই-ই।

মার্কুইস্‌ের বিরাট প্রাসাদও পরিণত হলো ছাইয়ে। তাঁদের উপর জনতার রাগের মাত্রা সীমাহীন। এর মধ্যে একজন সে বেচারার নাম গোবেল। সে এতোদিন চার্লসের নির্দেশে প্রজাদের থেকে এক পয়সা খাজনা না নিয়ে নিজের সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে প্রজাদের নামে রাজ্য সরকারের খাজনা যুগিয়ে আসছিলো, তাকেও ওরা ধরে নিয়ে গেলো। শুরু হলো নির্যাতন।

—বল ব্যাটা, তোর মনিব কোথায়? না বললে তোর আর রক্ষে নেই।

গোবেল অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলো চার্লসের পূর্ব-পুরুষদের থেকে একেবারেই আলাদা চরিত্রের, সে তাদের ভালোর জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছে, তাদের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

খাজনার পয়সা সে কোনোদিনই নেয়নি—উল্টো বাবার সম্পত্তির যথাসর্বস্ব বেচেও প্রজাদের হয়ে খাজনা দিয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এভারমন্ডকে চাই-ই—ঐ অভিশপ্ত, ঘৃণিত বংশের অনেক অত্যাচারই তারা সহ্য করেছে, এবার শুধু প্রতিশোধ নেয়ার পালা, সে প্রতিশোধ থেকে তারা রেহাই পাবে না! কক্ষনো না।

যতোই বলি, প্রাণের মায়াই মানুষের সবচেয়ে বড় মায়া। সুতরাং গোবেলও নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবে না কেনো? সে সব কথা লিখে চার্লস্‌কে একটা চিঠি পাঠালো। তাতে লিখলো,—চার্লস্ না এলে আর গোবেলের বাঁচবার আশা নেই।

টেলসন ব্যাংকের প্যারিসে যে শাখা ছিলো সেখান থেকেও উদ্যেগজনক সব সংবাদ আসছে। শীঘ্র সেখানেও কারো না কারো যাওয়া দরকার। আর তাই মিঃ লরীকে তৈরী হতে হলো, এটা ছিলো আদেশ, মিঃ লরী যাত্রার ঠিক আগে লুসী ও চার্লসের কাছে বিদায় নিতে এলেন, এমন সময় চার্লস্ তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে চুপটি করে বললো,—প্যারিসে পৌছে আমার একটা উপকার করতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই। সম্ভব হলে অবশ্যই করবো।

—কাজটা কিন্তু বেশ কঠিন। কোনো প্রকারে ফ্রান্সে বন্দী গোবেলকে একটা সংবাদ পাঠাতে হবে। তবে সংবাদটা তেমন কিছু নয়, তাকে বলবেন যে, তোমার চিঠি যথাস্থানে পৌছেছে। সে-ও খুব শীঘ্রই প্যারিসে আসছে।

—শুধু এইটুকু সংবাদ? কখন, কাকে, কোথায় এসব কিছুই বলতে হবে না?

—না।

—আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি নিশ্চিত পারবো।

মিঃ লরী বেড়িয়ে গেলেন। রাত্রেই চার্লস্ দু'টি চিঠি লিখলো, একটি লুসী এবং অন্যটি তার বাবাকে। লুসীকে বিস্তারিত লিখে সে বুঝিয়ে দিলো, এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন তাই তাকে যেতে হবে এবং সে জানালো আমি অবশ্যই খুব শীঘ্র ফিরে আসবো, একথা লিখে সে চিঠি শেষ করলো। আর বাবা ডাঃ ম্যানেট (শ্বশুর) কে শুধু জানালো, বাস্তব কঠিন এক কর্তব্য রক্ষা করতে তাকে যেতে হচ্ছে, তাই যে-কটা দিন সে ফিরে না আসে সে-কটা দিন যেনো সে তাঁর কন্যার দেখাশুনো করেন।

চিঠি দুটি খামে মুড়ে টেবিলের উপর রেখে কাউকে কিছু না জানিয়ে গভীর রাত্রে সে বাড়ি ত্যাগ করে গেলো। জানলে লুসী বাধা দিতো। এদিকে অকারণে তার জন্যে একটা লোক অযথা বিপন্ন। তাছাড়া তার বিশ্বাস ছিলো যে, সত্যিকার অর্থে সে যেহেতু কোনো অন্যায় করেনি তখন তার কি বিপদ হবে? প্রজাদের বুঝিয়ে বললে

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারা নিশ্চয় তার কথা বুঝবে। শুনবে তার কথা।

কিন্তু হায় চার্লস্! একটা কথা সে একবারের জন্যেও ভেবে দেখলো না যে তার এবং তার প্রজাদের মধ্যে পিতা-পিতামহের পাহাড় সমান অত্যাচার ও পাপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সে টপকে যেতে পারলে তবে তো প্রজাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারবে!

ক্যালে বন্দরে নেমেই প্যারিসের পথ ধরে চার্লস্ বুঝতে পারলো যে, সে কাজটা যতোটা সহজ বলে মনে করেছিলো আসলে ততো সহজ এটা নয়। প্যারিসে যাওয়ার পথে কেউ তাকে কোনোরকম বাধা দিলো না একথা সত্যি, কিন্তু চার্লস্ নিশ্চিন্ত বুঝতে পারলো যে ফেরবার পথে পর্বত-প্রমাণ বাধা জমা হচ্ছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তার দেশ এবং দেশবাসীর যে আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে তা দেখে সে শুধু চমকিত, বিস্মিতই হলো না, হলো ভীতও। চার্লস্ বুঝতে পারলো এক ভীষণ বিপদ তার মাথায় ঝুলছে।

চার্লস্ প্যারিসের নিকটে পৌছে একটা সরাইখানায় রাত্রিকালীন আশ্রয় নিলো এবং ক্লান্তিতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু ঘন্টাখানেক ঘুমানোর পরেই সরাইখানার মালিক স্থানীয় কিছু লোক, রাজার পোষ্য সরকারী সৈন্যরা তাকে ঠেলে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলো,—তোমাকে এই মুহূর্তে প্যারিস নগরীর পথে রওয়ানা দিতে হবে এবং তোমার সাথে থাকবে দলে দলে পাহারা।

তবে একটা কথাও জানিয়ে দিলো,—এই সৈন্যদের ঐ সময়ের পাহারা বাবদ বেতনটাও চার্লস্‌কে দিতে হবে। অবশ্য চার্লস্ মৃদু কণ্ঠে একটা কিছু প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ভালো চাইতে মন্দটা হতে পারে ভেবে কিছু বললো না।

যেতে যেতে যে দেখলো তার আগমনের কথা ইতোমধ্যেই দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পথের দু'ধারে ক্রুদ্ধ জনতা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাঁকে গালাগাল দিচ্ছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে হাতের নাগালে পেলেই মারবে। তখন সে মনে মনে ভাবলো, 'সরকারী সৈন্যদে'র পয়সা দিতে হলেও ওরা সাথে থাকাতে ভালোই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হয়েছে।

প্যারিসে পৌঁছা মাত্রই তাকে 'লা-ফোর্স' কারাগারে বন্দী করা হলো। এটা সেনাবাহিনীর কারাগার। ডেফার্জ তাকে সনাক্ত করলো; অপরাধ হলো সে বড়লোক এবং সে নিজের দেশ ছেড়ে গিয়েছিলো।

রাজ্যে তখন রীতিমতো অরাজক অবস্থা, মন্ত্রীসভা দৈনিক একশো-দুশো করে নতুন আইন প্রণয়ন করছেন। সেই আইনের একটি ধারা জুড়েই চার্লসের বিচার হবে—তাকে একথা জানিয়েও দেয়া হলো আগে ভাগে।

ডেফার্জ একবার তাকে নিভৃতে পেয়ে শুধু একটা কথাই বললো,—এখানে এই মুহূর্তে আসার দুর্বুদ্ধি তোমাকে কে দিলো ? জান না তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু!

চার্লস্ উত্তরে বললো,—গোবেলকে মুক্ত করতেই এসেছি। এই অবস্থার কথা জানবো কি করে ?

—বেশ করেছো, এবার মরো!

মিঃ লরী প্যারিসের তার অফিস কক্ষে বসে বাইরের উন্মুক্ত জনতার কোলাহল শুনছেন আর ভাবছেন, ভাগ্যি ভালো আমার পরিচিত কোনো লোক এই ঝামেলার মধ্যে পড়েনি। পড়লে কি সমস্যাটাই না হতো! ভাবতেই গা ঘেমে যায়।

তার অফিস ঘরের বেশ কিছু আসবাব লুটতরাজ হয়েছে, ভাংচুর হয়েছে, পরিনত হয়েছে ধ্বংসাবশেষে। শুধু এটা ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যাংক বলেই তাঁদের অফিসটা রক্ষা পেয়েছে। অবশ্য অফিস রক্ষা পেয়েও কোনো লাভ নেই—যাদের হিসেব জমা আছে, যাদের টাকা দিয়ে ব্যাংক চলে, যাদের দলির দস্তাবেজ ব্যাংক যত্নের সাথে রক্ষা করছেন তারা কোথায় ? তাদের তো অধিকাংশ অন্য স্থানে চলে গেছে, সেখান থেকে এসে এই অস্থির সময়ে হিসেব বুঝে নেয়া সহজ কথা নয়! কি হবে এসব হিসেবের অবস্থা, বড় কথা, কি হবে দেশটির অবস্থা—তিনি বসে বসে এই সমস্ত আকাশ-পাতাল ভাবছেন। এমন সময় হঠাৎ তার অফিস ঘরের দরোজায় কে যেনো জোরে ধাক্কা দিলো। মিঃ লরী বেশ আশ্চর্য হলেন, এতো রাত্রে কে তার দরোজায় আঘাত করে! সেই আশ্চর্য ভাব আরও বেশী প্রকাশ পেলো যখন দরোজা খুলে ডাক্তার ম্যানেট এবং লুসী ঘরে ঢুকলেন।

—আরে কি আশ্চর্য, ডাক্তার আপনি ? লুসী তোমাকেও দেখছি যে ?

ডাক্তার ম্যানেট একটু মলিন হাসলেন, লুসী শুধু বললো,—চার্লস ....

—কি হয়েছে, কি হয়েছে চার্লসের ?

—সে প্যারিসে এসেছিলো, ধরা পড়েছে।

—সেকি কথা বলছো! চার্লস্ ধরা পড়েছে ?

—একজনকে গিলোটিন থেকে বাঁচানোর জন্যে সে এখানে এসেছিলো, তারপরই ধরা পরেছে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ লরী। তারপর জানতে চাইলেন,—সে কোথায় বন্দী আছে সেটা জানো ?

—হ্যাঁ, লা-ফোর্স-এর কারাগারে।

মিঃ লরী চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন,—সর্বনাশ!

এই সময়ে বাইরের কোলাহলও বেশ বেড়ে উঠলো। ডাঃ ম্যানেট জানালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন,—বাইরে এতো হৈ-চৈ কিসের ?

চিন্তিত মিঃ লরী বললেন,—আপনি যাবেন না মিঃ ম্যানেট, ওধারে যাবেন না, আপনারও প্রাণ যেতে পারে।

মিঃ ম্যানেট এক হাতে জানালাটা খুলতে খুলতে বললেন,—আপনি জানেন না মিঃ লরী, এদেশে আমার গায়ে হাত দেয় বা আমার কোনো ক্ষতি করে এমন একজন লোকও নেই। জানেন তো, আমি বিশ বছর ব্যাস্টিলে কাটিয়েছি আর সেটাই আমার সবচাইতে বড় ছাড়পত্র। একথা একবার যে শুনবে সেই আমাকে সম্মান করবে, আমি এখানকার লোকদের যাদু করার পথটাই জানি।

ডাঃ ম্যানেট জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠলেন। বাইরে তখন রীতিমতো নারকীয় ঘটনা ঘটছে। প্রকান্ড একটা শান্ দেওয়া পাথর দু'জন জল্লাদের মতো লোক অনবরত ঘোরাচ্ছে। আর অন্য সব লোকের যার হাতে যা অস্ত্র আছে—ছুরি, বল্লম, কুড়োল সবাই ওটায় লাগিয়ে তাদের অস্ত্র শান্ দিয়ে নিচ্ছে। পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা প্রতিহিংসার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে এমন তাদের দৃষ্টি, চোখে-মুখে পৈশাচিক ছাপ আর মুখে উল্লাস।

মিঃ লরী লুসীকে বললেন,—মা লুসী, এটা তোমার জন্যে একটা পরীক্ষা। শুধু একান্তভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং মনে জোর রাখতে হবে। কখনো যদি তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা দেবার সময় আসে সেটা তাহলে এই সময়টাই। আমি আর তোমার বাবা চার্লস্কে মুক্ত করা নিয়েই ব্যস্ত থাকবো—তাই তোমার দিকে তেমন খেয়াল রাখতে পারবো না, সুতরাং এইসময় যদি সামান্যতম অস্থিরতা প্রকাশ করো তো বড় ধরনের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে!

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

লুসী নিচু কণ্ঠে বললো,—আপনি আমার জন্যে মোটেই চিন্তা করবেন না। আপনারা শুধু আমার চার্লস্‌কে বাঁচান, আমি অবশ্যই স্থির শান্ত থাকবো। বলেই সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মিঃ লরী তখন ম্যানেটের দিকে ফিরে বললেন,—ডাঃ ম্যানেট, আপনি একটু আগে যা বললেন তা যদি সত্যি হয়, যদি সত্যি ওদের উপর আপনার প্রভাব থাকে, সে প্রভাব এখন প্রয়োগ করার সময় এসেছে। আর বিন্দুমাত্র দেরি করবেন না—হয়তো এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি যদি মনে করেন চার্লস্‌কে বাঁচাতে পারবেন তো এখনি যান, নইলে আপনার কোনো যাদুবলেই কাজ হবে না। মরণের পরে কাউকে কি আর ফিরিয়ে আনা যায়?

ডাঃ ম্যানেট নিঃশব্দে মাথায় ক্যাপটা তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেলেন।

রাজবন্দীর স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকে ব্যাংকের মধ্যে রাখলে যদি ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করে তাই পরের দিনই ভোরবেলা শহরের এক অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকায় একটা বাসা ঠিক করে লুসী ও বাচ্চাদুটোকে রেখে এলেন। সেখানে মিস্ প্রস্ আর ব্যাংকের পিয়ন জেরী রইলো তাদের দেখাশুনো করবার জন্যে।

কিন্তু ডাঃ ম্যানেট কোথায়? অনেকক্ষণ তাঁকে না দেখে মিঃ লরী বেশ চিন্তিত হয়ে গেলো। এমন সময় ডেফার্জ তাঁর কাছে এলো একটা চিঠি নিয়ে। সেই চিঠিতে লেখা ছিলো,—

'চার্লস্ এখনও পর্যন্ত নিরাপদ, কিন্তু তবুও
এখন তাকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পত্র বাহকের
হাতে চার্লস্ আরেকখানা চিঠি দিচ্ছে তার স্ত্রীকে,
ওর স্ত্রীর সঙ্গে এদের দেখা করতে দিবেন।'

মিঃ লরী ডেফার্জকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। কিন্তু ওর চাল-চলন যেনো কেমন কেমন সন্দেহজনক মনে হলো। যাই হোক, তবুও ওকে সাথে করে নিয়ে মিঃ লরী বেরিয়ে পড়লেন লুসীদের নতুন আস্তানার দিকে। রাস্তায় ডেফার্জের স্ত্রী এবং আরও এক মহিলা অপেক্ষা করছিলো, ওরাও একত্রে চললো। এই মহিলা ছিলো ডেফার্জের স্ত্রীর যাকে বলে দক্ষিণ হস্ত এবং এর নিষ্ঠুরতা প্রায় ডেফার্জের স্ত্রীর মতোই শহরময় বিখ্যাত ছিলো। আর সেই জন্যেই সেন্ট-এ্যান্টোয়েনোর লোকেরা তার নাম দিয়েছিলো, 'ভেঞ্জেন্স' বা প্রতিহিংসা।

মিঃ লরী একটু আশ্চর্য হয়ে ডেফার্জের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,—এরাও যাচ্ছে

নাকি?

ডেফার্জ বললো,—হ্যাঁ, যাবে। আর এদের সাথে পরিচয় হয়ে থাকা ভালো, সামনে কাজে লাগতে পারে।

এবারও মিঃ লরীর কানে ডেফার্জের কথার ঢং-টা কি রকম ঠেকলো। যেনো সে জোর করে কথা বলছে। ঐ আছে না, মানুষ ইচ্ছের বিরুদ্ধে যখন মিথ্যে বলে তখন যেমনতর অবস্থা হয় তেমন আর কি, তবু তিনি সবাইকে নিয়েই লুসীর বাড়ি গেলেন এবং সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চার্লস্‌ের চিঠিতে লেখা ছিলো,—সে লুসীর বাবার দয়ায় মুক্তি পেতে যাচ্ছে এবং সে ভালোই আছে।

মিঃ লরী লুসীকে বললেন,—এবার তোমার পুত্র-কন্যাকে ডাকো, এদের দেখাও—রাস্তা-ঘাটে বিপদ-আপদ তো আছেই, এখানে ডেফার্জের স্ত্রীর ভীষণ প্রভাব, তবুও সবার মুখ চেনা থাকলে বিপদের সময় যা হোক সামান্য হলেও কাজে লাগবে।

মিস্ প্রস্‌ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কিন্তু ডেফার্জের স্ত্রী চারদিকে ফিরেও দেখলো না। সে লুসী আর তার সন্তান দুটোকে দেখে নিয়ে বললো,—এই তাহলে এভারমন্ডের স্ত্রী আর তার পুত্রকন্যা!.....আচ্ছা, আমার দেখা হলো, আর চিনতে ভুল হবে না।

তার কণ্ঠস্বর এমন নির্মম ও কর্কশ শোনালো যে, লুসী ভয় পেয়ে বললো,—এই দুধের বাচ্চাদুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তত ওর বাবাকে, আমার স্বামীকে রক্ষা করো, আমার করজোর অনুরোধ রইলো।

ধারালো তরবারীর মতো দৃষ্টিতে মিস্ লুসীর দিকে তাকিয়ে ডেফার্জ গিন্নী বললো,—এভারমন্ডের ছেলে-মেয়ের জন্য আমাদের কিছুই দুর্ভাবনা নেই, আমাদের ভাবনা তোমার জন্যে। ম্যানেটের কন্যার জন্যে।

লুসীর চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে গেলো, সে নতহাঁটু, সজলচোখে বললো,—তবে চার্লসের স্ত্রীর মুখ চেয়েই তাকে রক্ষা করো, বাঁচাও। সে তো পুরোপুরি নির্দোষ। আর তুমি নিজে মেয়েমানুষ—মেয়েদের দুঃখ তুমিতো বুঝবে? তুমি নিশ্চয়ই জানো, স্ত্রী ও জননীদের কি দুঃখ?

আবার সেই দৃষ্টি এবং নির্মম কর্কশ কণ্ঠস্বর,—তোমারও আগে তোমার মতো বহু স্ত্রীর স্বামীই বিনা অপরাধে প্রাণ হারিয়েছে, তখন তাদের পুত্র-কন্যাদের মুখের দিকে কেউ তাকায়নি.... জ্ঞান হবার পর থেকে দেখছি চারদিকে হাজার হাজার স্ত্রীর চোখের অশ্রু, তাদের আর্ত চিৎকার, কই তাদের মুখের দিকে তো কেউ চায়নি। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ তো কখনো ন্যায় বিচারের কথা ভাবেনি। তবে আজ তোমার

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুখ চেয়ে তোমার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো—এটাই বা তুমি ভাবো কি করে ? লক্ষ-লক্ষ নারীর চোখের পানির কাছে তোমার চোখের পানির মূল্য আর কতোটুকু ? লক্ষ লক্ষ জননীর পুত্রশোকের কাছে তোমার শোক কতোটুকু ?

তারপর কিছুক্ষণ থেমে থেকে ডেফার্জের স্ত্রী বললেন,—তা কি লিখেছে তোমার স্বামী ? তোমার বাবার প্রতিপত্তি, সম্পদের কথা যেনো কি লিখেছে ?

লুসী ভয় জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলো,—তিনি লিখেছেন, তোমার বাবার প্রচুর প্রতিপত্তি আছে এখানে, হয়তো তাঁর চেষ্টাতে রক্ষা পেতেও পারি।

ডেফার্জের স্ত্রী বললো,—তবে আর কি, তোমার বাবাই তাঁকে বাঁচাবেন এখন! আমরা তাহলে চলেই যাই।

তারা চলে গেলো। কিন্তু তাদের কথাবার্তায় লুসীর মন আতঙ্কে ভরে উঠলো। মিঃ লরী সেকথা বুঝতে পেরে তার হাতটা ধরে তাকে টেনে তুললেন এবং বললেন,—ভয় কি, দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না। তবে সত্যি কথা বলতে মিঃ লরীও নিজে তেমন কোনো ভরসা পাননি। ওদের কথা, ওদের আচরণ, ভঙ্গীতে যে ভয়াবহ অমঙ্গলের আভাস দেখা যায়—তা সহজে মুছবার নয়।

ডাক্তার ম্যানেটের আঠারো বছরের কারাজীবন এতোকাল শুধু মানুষের কাছে ছিলো দারুণ শোকাবহ ঘটনা, তিনি পেয়েছিলেন প্রচুর সহানুভূতি এবং অনুকম্পা। কিন্তু আজ সেই বন্দীদশাই তাঁর কাছে হয়ে উঠলো আশীর্বাদ, তার জীবনে এনে দিলো শক্তি, যেখানে অন্য যে কারো শক্তিই দুর্বল। তার বিগতদিনের দুঃখ তাঁকে এনে দিলো প্রচুর ক্ষমতা, আশ্চর্য প্রতিপত্তি। আর এই শক্তির উৎস ও স্বাদ পেয়েই ডাঃ ম্যানেট হয়ে উঠলেন এক নতুন মানুষ। পূর্বের সেই দুর্বল, মানষিক ভারসাম্যহীন মানুষটির স্থানে তিনি এখন কর্মঠ, তীক্ষ্ণধী—তিনি যেনো এখন একত্রে একশোজন। তিনি এক একশো হয়ে চার্লসের মুক্তির জন্যে চেষ্টা-তদ্বির করতে লাগলেন, এদের সান্ত্বনাও দিতে লাগলেন এবং এও নির্দেশ দিলেন কাকে কি করতে হবে।

অবশেষে চার্লসের বিচারের দিন ঘনিয়ে এলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগতো আগেই বলেছি, স্বদেশত্যাগী—এর শাস্তি হলো চরম দন্ড। দেশের সর্বোচ্চ মহা-আদালতের সামনে আসামী চার্লস্ এভারমন্ডকে আনা হলো। বিচারকক্ষটি তখন লোকে লোকারণ্য। তারা চার্লস্‌কে দেখা মাত্রই চেঁচিয়ে উঠলো,—ওকে মেরে ফেলো, কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো! ওদের বংশ নির্মূল করে দাও।

বিচারপতি হাতুড়ি পিটিয়ে বিচারকক্ষ শান্ত করলেন, সবাইকে চুপ করতে বললেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—স্বদেশত্যাগী এভারমন্ড। তোমার কি তোমার স্বপক্ষে কিছু বলার আছে ? যদি কিছু বলার থাকে বলো ?

চার্লস্ কাঠগড়ায় ওঠে দাঁড়িয়ে বললো,—আমার প্রথম কথা হলো এই, আমি স্বদেশত্যাগী নই। কারন হিসেবে বলতে চাই, তাহলে আমি স্বেচ্ছায় আবার দেশে ফিরে আসতাম না।

—তা হলে তুমি এতোদিন ধরে ইংলন্ডে ছিলে কেনো এবং আরো পূর্বে ফিরে আসোনি কেনো ?

—হ্যাঁ, এটারও উত্তর আছে মহানুভব বিচারক। ফিরে এসে আমি কি খেয়ে বাঁচবো ? সেখানে আমি ইংরেজ বাচ্চাদের ফরাসী ভাষা শিক্ষাদান করে জীবিকার্জন করতাম। ফ্রান্সে আমার যা পৈতৃক সম্পত্তি সবই আমি দেশের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি নিঃস্বত্ব হয়ে।

এতোক্ষণে জনতার মধ্যে একটা প্রশংসাসূচক গুঞ্জন উঠলো। বিচারপতি বললেন,—কিন্তু তুমি ভিনদেশী ইংরেজ এক মহিলাকে বিয়েও করেছো ?

—হ্যাঁ, আমি ইংলন্ডে বিয়ে করেছি একথা সত্যি। তবে, কোনো ইংরেজ মহিলাকে নয়। তিনিও ফরাসী মহিলা।

—তাহলে কে সে এবং ফরাসী কোন্ নাগরিকের মেয়ে সে ?

—লুসী ম্যানেট তার নাম। এই ডাক্তার আলেকজান্ডার ম্যানেটের মেয়ে সে। বলেই সে আঙ্গুল দিয়ে ডাক্তার ম্যানেটকে দেখিয়ে দিলো।

এবার চারদিকে থেকেই আনন্দধ্বনী, দু'একজন আনন্দে কেঁদেই ফেললো। যে সব জনতা কিছুক্ষণ পূর্বেও চার্লস্‌কে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে বলেছিলো, এবার উল্টো তারাই চার্লসের সাথে করমর্দন এবং আলিঙ্গন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বিচারপতি আবারো সবাইকে শান্ত হতে বললেন, তারপর প্রশ্ন করে বললেন,—তোমার যুক্তির পক্ষে আর কোনো সাক্ষী বা প্রমাণ আছে ?

—আমি আমার একজন বিপন্ন দেশবাসীকে বাঁচাতে দেশে ফিরে এসেছি, সেটার

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রমাণ আদালতের নথিতেই আছে। গোবেলের লেখা চিঠি। ঐ চিঠি আমার কাছেই ছিলো, আমাকে যখন ধরা হয় সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো। আর আমার এসব কথা সত্যি কিনা তা গোবেলকে জেরা করলেই আপনি জানতে পারবেন।

বিচারপতি তখন গোবেলকে ডাকলেন। চার্লস্ ধরা পড়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। সে কাঠগড়ায় উঠে চার্লসের আত্মত্যাগের কথা এবং তাকে বাঁচাবার জন্যেই যে ফ্রান্সে আসা সে কথা কৃতজ্ঞতাভরে বলে গেলো।

তারপর ডাকা হলো ডাঃ ম্যানেটকে। ডাক্তার তাঁর সেই ব্যাস্টিলের নিদারুণ দুঃখের কথা উল্লেখ করে পুরো জবানবন্দি শুরু করলেন। তারপর কেমন করে সেই আধা-পাগল অবস্থায় এক ঘনঘোর দুর্যোগের রাতে ওদের সাথে চার্লসের প্রথম পরিচয় হয়, কিভাবে চার্লসের নামে আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপরাধে ইংলন্ডের রাজদরবারে অভিযোগ আনা হয় এবং সেজন্যে তার জীবন কতোটা বিপন্ন হয়ে উঠে, কিভাবে লুসীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে, তার চরিত্র, তার নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে তিনি নিজকন্যা লুসীর সাথে ওর বিয়ে দেন, সমস্ত কথা একটি একটি করে ডাঃ ম্যানেট কম্পিতকণ্ঠে বিচারপতির সামনে বিবৃত করলেন। সবশেষে চার্লসের সাধারণতন্ত্রের প্রতি প্রীতির জন্যে তার জীবন যে বিপন্ন হতে যাচ্ছিলো, সেই কথার সমর্থনের জন্য মিঃ লরীকে সাক্ষী মেনে সমবেত জনতার হাততালী ও হর্ষধ্বনির মধ্যে ডাক্তার বসে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিচারক ভোট নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ফলাফল, একবাক্যে সবাই চার্লস্কে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করলেন। সবাই আনন্দে চার্লস্কে ঘিরে ধরতে চাইলো। কোনো রকমে ডাঃ ম্যানেট এবং মিঃ লরী তাকে সেখান থেকে বার করে বাসায় নিয়ে গেলেন। অবশ্য মিঃ লরী এবং চার্লস্ যতোটা সহজে বাড়ি ফিরতে পারলো ডঃ ম্যানেট কিন্তু তেমন পারলেন না—জনতা তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে, তার মাথার উপর জাতীয় পতাকা বেঁধে তাঁকে বাড়ি পৌছে দিলেন। অবশ্য মানুষ হয়ে মানুষের কাঁধে চড়তে তাঁর ভীষণরকম আপত্তি ছিলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অবশেষে তিনজনই বাসায় ফিরলেন আগে পিছে।

চার্লস্কে দেখেই লুসী অজ্ঞান হয়ে গেলো। তারপর জ্ঞান ফিরতে ওরা দু'জনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। প্রার্থনা শেষ করে চার্লস্ লুসীকে বললো,—তুমি তোমার বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে এসো লুসী। তিনি ব্যতিত ফ্রান্সে আর এমন একজন লোক ছিলো না যে আজ আমাকে বাঁচাতে পারতো।

লুসী ভেজা চোখে বাবার সামনে এগিয়ে গেলো, তিনি লুসীর মাথাটা সস্নেহে নিজের বুকে টেনে নিলেন, যেমন করে অনেক বছর আগে লুসী তাঁর মাথাটাকে বুকে টেনে নিয়েছিলো। আজ যেনো তিনি মেয়ের সেদিনের ঋণ শোধ দিতে পারলেন। গর্বে, আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি লুসীর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললেন,—ছি মা, আর ভয় কি? আমি তো ওকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। আর কোনো ভয় নেই। আর কিসের ভয়.....?

ডাঃ ম্যানেটের কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই সিঁড়িতে কাদের যেনো পায়ের শব্দ শোনা গেলো। কারা যেনো উপরে উঠছে—তাদের পায়ের শব্দে যেনো কোনো অশুভ ক্ষণের আভাস।

লুসী ভয়ে পাংশুবর্ণ হলো। ওর দিকে তাকিয়ে ডাঃ ম্যানেট বললেন,—আরে ভয় কি, আবার ভয় পাচ্ছো তুমি? বলছি না যে, ভয়ের সব কারন শেষ। আচ্ছা আমিই দরোজা খুলে দেখছি কারা এলো।

দরোজা খুলতেই দেখা গেলো সাধারণতন্ত্রের কয়েকজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তারা ডাক্তারকে দেখেই বললো,—সিটিজেন এভারমন্ড কার নাম?

চার্লস্ উঠে এসে বললো,—হ্যাঁ, আমার নামই সিটিজেন চার্লস্।

—হ্যাঁ, তুমিই সে, আজ বিচার চলাকালীন সময় আমি নিজে আদালত কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। তোমাকেই আমি দেখেছি। মিঃ সিটিজেন এভারমন্ড, সাধারণতন্ত্রের নামে আমরা তোমাকে আবার বন্দী করলাম। তোমাকে এখুনি আমাদের সাথে যেতে হবে।

চার্লস্ বিবর্ণ বিষন্ন মুখে জানতে চাইলো,—কিন্তু আবার কেনো? আমি কি তা জানতে পারি?

—হ্যাঁ, জানতে পারবে, তবে কাল। আগামীকালই তোমার বিচার হবে। এই মুহূর্তে আমরা তোমাকে হাজতে নিয়ে আটকে রাখবো।

ডাক্তার এতোক্ষণ পাথরের মতো স্থির চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চার্লস্কে হাজতে নিয়ে যাওয়া হবে শুনেই যেনো তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, সামনে এগিয়ে এসে একজন প্রহরীকে প্রশ্ন করলেন,—ওকে তো তুমি চেনো বলছো, এবার বলো আমাকে তুমি চেনো?

—হ্যাঁ, তাও চিনি। আপনি ডাঃ ম্যানেট।

—আচ্ছা, তাহলে তুমি কি অনুগ্রহ করে বলতে পারো, এ সবের অর্থ কী?

সে যেনো একটু অনিচ্ছাকৃতভাবেই বললো,—সেন্ট এ্যান্টোয়েনো থেকে ওর নামে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

গুরুতর অভিযোগ এসেছে। এবং তা সত্যি গুরুতর।

—আমি কি অভিযোগটা একটু জানতে পারি ?

—না, ডাক্তার ম্যানেট সেটা আমরা বলতে পারবো না।

ডাক্তার আকুলভাবে বললেন,—কিন্তু কে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে তোমরা সেটাও কি বলতে পারো না ?

সেই প্রহরী এবার তাদের আরেকজনকে দেখিয়ে বললো,—এই লোকটি সেই এ্যান্টোয়েনোয় থাকে, সে হয়তো জানে।

সেন্ট এ্যান্টোয়েনোর লোকটি বললো,—তিনজন ওর নামে অভিযোগ করেছে, একজন ডেফার্জ, তার স্ত্রী আর .....

—আর একজন কে ? ডাঃ জানতে চাইলেন।

লোকটি সামান্যক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,—আপনি তা জানতে চাইছেন ? আপনি ডাক্তার ?

—হ্যাঁ, আমিইতো জানতে চাইছি!

—আগামীকাল অবশ্যই তা জানতে পারবেন, তার নাম আজ আমি বলতে পারবো না। বলেই চার্লস্‌কে নিয়ে তারা যেতে শুরু করলো। ডাক্তার মেয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

বাড়িতে যখন এসব ঘটনা ঘটছে তখন মিস্ প্রস্ আর জেরী বেরিয়েছেন বাজার করতে। সমস্ত হাটবাজার সেরে ফেরার পথে একটা মদের দোকানের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে যেতেই মিস্ প্রসের হঠাৎ নজর পড়লো দোকানের ভিতর। সামনের টেবিলে বসে তিন-চারজন লোক মদ গিলছিলো। তাদেরই একজনকে দেখে প্রস্ চীৎকার করে উঠলো,—আরে সলোমন যে! বেঁচে আছিস ? এতোদিন তুই কোথায় ছিলি বল ?

'সলোমন' বলে যাকে ডাকা হলো তার মুখ ততোক্ষণে শুকিয়ে কাঠ। সে উঠে তাড়াতাড়ি প্রসের কাছে এসে বললো,—কি হয়েছে, এতো চেঁচামেচি করছো

www.banglabookpdf.blogspot.com

কেনো ?

—চেঁচামেচি করবো না মানে ? পাঁচটা নয়, সাতটা নয় একটা মাত্র ভাই, তাও এতোদিন খোঁজ নেই—বলতে গেলে নিরুদ্দেশ, তুই বলিস কি!

—চুপ করো তো, তুমি আমায় মারবে দেখছি! এদিকে এসো, এসো এদিকে, আর তোমার দোহাই চীৎকার করো না, একটু আস্তে কথা বলো।

জেরী এতোক্ষণ চুপ করে এদের ব্যাপার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো, সে এবার অবাক হয়ে বললো,—এই লোকটি কে বললে, তোমার ভাই ?..... তা তোমার নামটা শেষ অব্দি কি দাঁড়ালো ভাই ? জন সলোমন না সলোমন জন ?

সলোমন আশ্চর্য হয়ে উল্টো প্রশ্ন করলো,—তার মানে ?

—তার মানে খুব সহজ, ইতিপূর্বে কোথাও তোমাকে আমি দেখেছি, তখন তোমার নাম 'সলোমন' ছিলো না—জন, জন কি একটা যেনো, সেটাই মনে করতে পারছি না.....

পেছন থেকে একজন বলে উঠলো,—ওর নাম তো জন বার্সাদ।

—ঠিক, ঠিক মনে পড়েছে, তুমি জন বার্সাদ! ওল্ডবলির আদালতে তোমাকে আমি দেখেছি, এটা ভুল হবার কথা নয়।

কিন্তু ঘটনার বিস্ময়টা এখানে নয়, বিস্ময়টা যে ব্যক্তি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে নিয়ে! সে আর কেউ নয়, সিড্‌নি কার্টন। মিস্ প্রসের প্রশ্নের জবাবে সে বললো,—আমি গতকালই এসে পৌছেছি, মিঃ লরীর কাছেই আছি। তোমাদের সাথে দেখা করিনি, কারন এ সময় দেখা না করাই ভালো।

জন বার্সাদের ততোক্ষণে বোধেদয় হয়েছে, সে বললো,—আমার নাম, জন বার্সাদ নয়, আপনি ভুল করছেন।

সিড্‌নি যেনো বেশ নিস্পৃহভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে বললো,—আমার তো কিছুমাত্র ভুল হয়নি। আজ সমস্তদিন তোমার পেছন পেছন আমি ঘুরেছি—জেলখানার দরোজায়, সাধারণতন্ত্র পুলিসের থানাগুলোয়, মদের দোকানে, আমি তোমার নতুন নতুন রূপের সবটাই দেখেছি। তা তোমার ভয় পাবার কিছুই নেই; তোমাকে আমার প্রয়োজন—একবার তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে।

প্রথমে খানিকটা সামান্য মৃদু আপত্তি তুলে অবশ্য শেষঅব্দি যখোন বুঝলো আপত্তি করা বৃথা তাই একান্ত বাধ্য হয়েই রাজী হলো। মিস্ প্রস্‌ও কোনো আপত্তি করলেন না, কারণ সিড্‌নির ভাব দেখে সেও বুঝেছিলো যে প্রয়োজনটা গুরুতর।

সিড্‌নি বার্সাদকে নিয়ে মিঃ লরীর ব্যাংকে এসে পৌছলো। মিঃ লরী বার্সাদকে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেখেই চিনতে পারলেন, খালি যা একটু চমকে উঠলেন তা হলো যখন শুনলেন সে বার্সাদই মিস্ প্রস্রের আপন ভাই। সিড্‌নি প্রথম পরিচয়টা সেরে ফেলেই কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললো,—চার্লস্ আবার ধরা পড়েছে!

মিঃ লরী লাফিয়ে উঠলেন,—বলেন কি? আমি যে এই ঘন্টাখানেক আগে সেখান থেকেই আসছি!

সিড্‌নি বার্সাদের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো,—এর কাছ থেকে কিছু পূর্বে সংবাদটি সংগ্রহ করেছি যে, চার্লসের বিরুদ্ধে বিরাট একটি ষড়যন্ত্র হয়ে আছে এবং তাকে গ্রেফতার করতে লোক বেরিয়ে পড়েছে। তা যে এতোক্ষণে নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে সে বিষয়েও আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এ লোকটি এদের এখানে গুপ্তচর হিসাবে কাজ করে এবং এদের নিজেদের কথাবার্তা থেকেই আমি শুনেছি, সুতরাং সংবাদটা সত্যি।

মিঃ লরী চিন্তিত মুখে বললেন,—কিন্তু ডাক্তার, ডাঃ ম্যানেট কি বলছেন?

সিড্‌নি বললো,—ডাক্তার একবার একে বাঁচিয়েছেন সত্যি, তবে এবার ডাক্তার কিছু সুবিধে করতে পারবেন বলে আমার মনে সন্দেহ আছে। তবে সে যাই হোক, তিনি যা চেষ্টা করার করুন, তা সফল হবেনা মনে রেখেই আমি নিজে চেষ্টা করবো অন্য পথে।

সিড্‌নির দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে এবং তার এই কর্মতৎপরতার ভাব দেখে মিঃ লরী একটু আশ্চর্য হলেন। এ যেনো আগেকার সিড্‌নি নয়, অন্য কোনো লোক!

সিড্‌নি বার্সাদের দিকে ফিরে বললো,—শোন, তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে অনেকখানি আছো। তুমি ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা, জাতে ইংরেজ, অথচ নাম আর জাত ভুলে তুমি এখানে গুপ্তচরের কাজ করছো। আজ এই সংবাদটি যদি ত'মি একজন রাস্তার লোককেও জানিয়ে দিই, তাহলে বুঝতে পারছো তোমার কি অবস্থা হবে, বুঝতে পারছো? সোজা একেবারে গিলোটিনে, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। www.banglabookpdf.blogspot.com

বার্সাদের মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। সে ঘাড় নেড়ে বললো,—আমি সে কথা মেনে নিচ্ছি।

সিড্‌নি তখন বললো,—শুধু তা কেনো, থানায় হাজতের যে প্রহরী তোমার সাথে চুপিচুপি কথা বলছিলো তাকেও আমি চিনতে পেরেছি, সে-ও তোমারই দলের লোক, রোজার ক্লাই।

একথা শুনেই বার্সাদ একটা ধোকা দেবার জন্যে চেষ্টা করলো, বললো,—রোজার তো মারা গেছে! কিন্তু তার ধাপ্পা টিকলো না, তখন কি আর করা সে অসহায়ভাবে বললো,—বেশ, আমাকে কি করতে হবে বলুন!

www.banglabookpdf.blogspot.com

সিড্‌নি প্রশ্ন করলো,—হাজতের মধ্যে তোমার যাতায়াত আছে না? মাঝে-মধ্যে প্রহরীর কাজও তো করে থাকো, তাই না?

—হ্যাঁ, করি। কিন্তু পালাবার কোনো রকম চেষ্টা আমাকে দিয়ে হবে না। আমি জানি, তার চাইতে আপনি যা করবেন, মানে ক্ষতি, তার ওজন কম হবে।

সিড্‌নি এবার হেসে বললো,—আরে আরে। ব্যস্ত হচ্ছো কেনো? পালাবার কথা তোমাকে কে বলেছে? চলো না পাশের ঘরে যাই। আমি যা বলার ঐ ঘরে গিয়েই বলছি। www.banglabookpdf.blogspot.com

সিড্‌নি বার্সাদকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসে অনেকক্ষণ কি চুপি চুপি পরামর্শ করলো, তারপর তাকে বিদায় দিয়ে মিঃ লরীর কাছে ফিরে এলো।

মিঃ লরী ওর মতলবটা কি কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না, কিন্তু তবুও কোনো প্রশ্ন করলেন না। সিড্‌নিই জিজ্ঞাসা করলো,—আপনি এখন ওখানে যাবেন তো?

—নিশ্চয়ই! কিন্তু আপনি?

—আমি আপাতত একটু রাস্তায় ঘুরে বেড়াবো। চলুন আপনাকে আমি কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসি।

কিন্তু সিড্‌নি তখনি উঠলো না, কিছুক্ষণ ঠান্ডার জন্যে জ্বালানো আগুনের পাশে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বললো,—আচ্ছা মিঃ লরী, আপনার বয়স কতো?

—আমার বর্তমানে আঠাত্তর বছর চলছে।

—আঠাত্তর! দীর্ঘ সময়! এতোগুলো বছর শুধু কাজ নিয়েই আছেন?

—সেটা একরকম বলা যায় বটে, অতি বাল্যকালেই আমি এই ব্যবসাতে ঢুকি, তারপরে একটি দিনের জন্যেও এই কাজ থেকে ছুটি পাইনি। আর অন্য কোনোদিকে ফিরে তাকানোর অবসরও পাইনি।

সিড্‌নি দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে বললো,—আপনার জীবনটা সার্থক বলতে হবে। জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন পিছন ফিরে তাকাবেন তখন দেখবেন তাতে অনুতাপ, লজ্জা পাবার মতো কিছু নেই। আর দেখুন আমাকে, কী আছে আমার? কী আছে আমার জীবনে? কার কতোটুকু কাজে লাগতে পেরেছি আমি! গৌরব করার মতো, আগামীদিনের মনে করে রাখার মতো একটা দিনও আমার জীবনে আসে নি।

আরও খানিকক্ষণ আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবারও একটা দম ফেলে বললো,—তাহলে চলুন বেরিয়ে পড়ি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পরেরদিন সিড্‌নিও বিচারালয়ে গেলো কিন্তু একা ডাক্তার বা লুসীর সাথে ভেতরে ঢুকলো না, সাধারণ দর্শকের মাঝে একপাশে গিয়ে বসলো। সভাকক্ষ লোকে লোকারণ্য, কেমন করে সাধারণের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে গেছে যে আজকের মধ্যেই অসাধারণ কিছু একটা ঘটবে।

বিচারপতিরা নিজেদের আসন গ্রহণ করে বিচারকক্ষের হৈ-চৈ কিছুটা থামালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন,—এভারমন্ডের বিরুদ্ধে কারা অভিযোগ এনেছে?

সরকারের পক্ষ থেকে উঠে একজন উত্তর দিলো,—এখানে তিনজন এনেছে এই অভিযোগ, একজন ডেফার্জ, দ্বিতীয় তার স্ত্রী, আর তৃতীয়.....

প্রথম দু'টি নাম সবাই জানতো, জানতো না কেউ তৃতীয় সেই ব্যক্তির নাম। সবাই ভীষণ আগ্রহে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে। তাদের শুধুই কৌতূহল অভিযোগকারী তৃতীয় ব্যক্তির নাম কি। তাদের কৌতূহল মেটাতে তিনি উচ্চারণ করলেন,—তৃতীয় অভিযোগকারী হলেন আমাদের সবার শ্রদ্ধার পাত্র ডাক্তার আলেকজান্ডার ম্যানেট।

আদালতের সমস্ত মানুষ এই কথায় অভাবনীয় বিস্ময়ের সাথে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।—এটা একেবারেই মিথ্যে, এটা মিথ্যে সিটিজেন জুরী। আমার কন্যা বলতে গেলে আমার নিজের প্রাণের চাইতেও বেশী প্রিয়। তারই স্বামীর নামে অভিযোগ আনবো আমি? এটা কোনো চাল, এটা অতি নিচু ধরনের ষড়যন্ত্র!

বিচারপতি এবার কঠিনকণ্ঠে বলে উঠলেন,—ডাক্তার ম্যানেট, আপনি এটা ভুলে যাচ্ছেন যারা ফ্রান্সের সত্যিকারের সন্তান তাদের কাছে সাধারণতন্ত্রের চাইতে প্রিয় আর কিছুই থাকতে পারেনা। সেই সাধারণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হলে নিজের যে কোনো জিনিষ আছে সব উৎসর্গ করতে হবে।

ডাক্তার উপায় না দেখে বসে পড়লেন। কিন্তু তিনি তখনো এটা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে, এটা কি করে সম্ভব হলো, এসব এরা বলছে কি!

বিচারপতি আবার ডেফার্জকে ডাকলেন,—আর্নেস্ট ডেফার্জ! ডেফার্জ এগিয়ে এসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালো।

—তোমার স্ত্রী কোথায় ডেফার্জ?

—এসো, এই যে আমার স্ত্রী। দেখালো ডেফার্জ।

—ব্যাস্‌টিলের পতনের সময় তোমরা দু'জন খুব সহযোগীতা করেছিলে, একথা তো সত্যি?

এই প্রশ্নের জবাব দিলো উপস্থিত দর্শকেরা। সকলে সমস্বয়ে হৈ-হৈ করে ডেফার্জের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উঠলো।—ডেফার্জ? বাহ্, তাহলে ডেফার্জই

তো সব!

বিচারপতিরা তখন ডেফার্জকে ব্যাস্‌টিল পতনের ইতিহাস সম্পর্কে সে যা জানে সব বলতে বললেন। তারপর শুরু হলো এক অতি আশ্চর্য ঘটনার বিবৃতি। সে বিবৃতি যেমন বিচিত্র, তেমনি ভয়ঙ্কর।

ডেফার্জের মনে বরাবরই একটা সন্দেহ ছিলো, যে বিনা বিচারে এরকম দীর্ঘ সময় ডাক্তারকে বন্দী করে রাখার কারণ ডাক্তার নিজে অবশ্যই জানেন এবং সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান হারানোর পূর্বে সে নিশ্চয়ই সে কথা কোথাও না কোথাও লিখে রেখেছেন। তাই ব্যাস্‌টিল দুর্গ বা কারাগার যখন ভাঙ্গা হয় তখন ডেফার্জ নিজে খুঁজে খুঁজে নর্থ টাওয়ারের ১০৫ নম্বর ঘরে ঢুকে এবং দেওয়ালে একটা পাথরের গায়ে a.m নাম লেখা দেখে কারাগার পুড়িয়ে দেয়ার আগে সেই পাথরটা সরিয়ে ডাক্তারের হাতে লেখা জবানবন্দীটা উদ্ধার করে। সেই জবানবন্দী সে জুরীদের সম্মুখে ইতিপূর্বে জমা দিয়েছে এবং সেই জবাবন্দীর হাতের লেখাটা যে ডাঃ ম্যানেটের সে কথার সত্যতা সম্পর্কে নিজে দায়িত্ব নিতে তৈরী আছে।

ডাঃ ম্যানেট এতোক্ষণ বিস্মিত, এবং উদভ্রান্তের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এবার তিনি দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন; ডাঃ ম্যানেটের তখন যা মনের অবস্থা তা লিখে বলে বোঝানে অসম্ভব।

বিচারপতিদের নির্দেশক্রমে একজন সেই লেখা কাগজগুলো একে একে পড়ে যেতে লাগলো, আর সমস্ত জনতা পিনপতন নিরবতায় তা শুনতে লাগলো। বহুদিন পূর্বের সেই মর্মন্তুদ কাহিনী, অমানুষিক অত্যাচারের সেই বীভৎস বিবরণ শুনতে শুনতে সকলেই যেনো কিছুকালের মতো স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

ডাক্তার ম্যানেট কোনো কথাই বাদ দেননি, কেমন করে মিথ্যে বলে রোগী দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গিয়ে একটি মেয়ের উন্মাদ দশা এবং ছেলেটির আহত অবস্থা চিকিৎসা করতে বলা। তারপর কিভাবে গোপন করতে হবে সে সব কথা সত্ত্বেও তিনি এভারমন্ডদের চিনতে পারেন। অতঃপর আহত ছেলেটির কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনেন—কিভাবে তারই কোলে ছেলেটি মাথা রেখে মারা যায় এবং দু'দিন বাদে মেয়েটিও, কেমন করে তিনি অর্থের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে বাড়ি ফিরে যান এবং মানবিক বিবেক তাঁকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেয়নি বলেই গোপনে মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেন; তারপর এভারমন্ডের স্ত্রী অর্থাৎ চার্লসের মায়ের সাথে তাঁর দেখা হওয়ার বর্ণনা, কিভাবে তাঁকে ভুলিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ঘর থেকে নিয়ে অনন্তকালের জন্য কারাবন্দী করা হয়—এর প্রত্যেকটি কাহিনী

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিনি জ্বলন্ত এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন। সবশেষ তিনি নিদারুণ শোক নিয়ে এভারমন্ডকে অভিশাপ দিয়েছেন, শুধু ওরা নয়, ওদের আত্মীয়-স্বজন, পরিজন, ওদের একবিন্দু রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে আছে, তিনি তাদেরও অভিশাপ দিয়েছেন; তার অভিশাপ ছিলো ওরা যেনো কখনো শান্তি না পায়। সারা সময় তিনি নিজে যেমন জ্বলেছেন ওরাও যেনো তেমনি ইহকালে, পরকালে জ্বলে-পুড়ে মরে। মৃত্যুর পরেও যেনো ওদের আত্মা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে চীরকালের জন্য বঞ্চিত থাকে।

দীর্ঘ জবানবন্দী শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা যেনো গর্জে ফেটে পড়লো। এই গর্জনে ফেটে পড়ার মাত্র একটিই অর্থ, তার মধ্যে দিয়ে তাদের সেই একটি মাত্র ইচ্ছেরই প্রকাশ পেলো, রক্ত চাই। রক্ত না হলে এই আগুন নেভানো যাবে না।

এতো বিশাল বিপুল ক্রোধ থেকে তখন চার্লস্‌কে বাঁচানোর চেষ্টা করাই বৃথা। ফ্রান্সে এমন কেউ নেই যিনি এই গর্জনকে ছাপিয়ে তার কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে পারে।

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত; চার্লসের প্রাণদন্ড হবে এবং তা আগামীকাল!

আমরা অবশ্যই এই প্রশ্ন রাখতে পারি যে ডেফার্জ এবং তার স্ত্রীর এই শত্রুতা করার কী কারণ ছিলো? আর কেনোই বা তারা ঐ বিশেষ নথিটি লুকিয়ে রেখেছিলো—আর যদি তা রাখলোই তবে শেষ অব্দি বের করলো কেনো?

ডাক্তার ম্যানেটের ইতিহাস ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। যে ছেলে এবং মেয়েটির চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিলো, পূর্বেই বলেছি তাদের একটি ছোট বোন ছিলো, জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই রুদ্রমূর্তি-ধারণ করছে দেখে সে বোনটিকে তারা আগেভাগেই মামার বাড়ি রেখে এসেছিলো, আর সেই মেয়েটির নামই থেরেসি বর্তমান ডেফার্জের স্ত্রী। তার বাবা, ভাই, বোন, বোনের স্বামীর প্রতি যে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিলো সে তা কখনো ভুলেনি। আর সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টাই করেছে সে এতোদিন ধরে। ব্যাস্টিল ধ্বংসের দিন অনেক

www.banglabookpdf.blogspot.com

রাতে স্বামী-স্ত্রী যখন একত্রে বসে ডাঃ ম্যানেটের চিঠি পড়ে তখন থেরেসি আরও একবার নতুন করে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলো—ঐ বংশের একফোঁটা রক্তও সে পৃথিবীর বুকে থাকতে দিতে রাজী নয়।

থেরেসি ডেফার্জের মধ্যে যে কোনো প্রকারের দয়া, মায়া, মমতা নেই সে কথা পূর্বে বলেছি, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। বজ্রকঠিন মন নিয়ে সে একটি ইচ্ছেরই ধ্যাণ করেছিলো, তা হলো সেই প্রতিহিংসা। তার কখনো কোনো কাজে ভুল হতো না, হতো না সে কখনো বিচলিত। তাই যখন চার্লস্‌ের প্রাণদন্ডের আদেশ হলো, তখন সে তীক্ষধার তরবারির মতো বিদ্রুপের হাসি হেসে অর্ধস্ফুট স্বরে বললো,—কি হে ডাক্তার, এবার বাঁচাও তোমার জামাইকে!

হাজতে নিয়ে যাবার আগে লুসীকে দুই মিনিটের জন্য স্বামী চার্লস্‌ের কাছে যেতে অনুমতি দেওয়া হলো। লুসী চার্লস্‌ের প্রসস্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো—চার্লস্ তাকে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

ডাঃ ম্যানেট চার্লস্‌ের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেন, কিন্তু চার্লস্ শীঘ্র ডাক্তারের দু'হাত ধরে বললো,—আজ আমারই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা, আমি এখন বুঝতে পারছি যে, যখন আমার পরিচয় আপনি সন্দেহ করেছিলেন এবং যখন সবকিছু নিশ্চিত জেনেও ছিলেন, আমি বুঝি, তখন কি প্রচন্ড যুদ্ধ করতে হয়েছিলো আপনার মনের সাথে! তবে আমার ভাগ্য এই, আমার পূর্ব পুরুষদের পাপের ফল এটাই—এটা আমি নিশ্চিত। আপনি তো তার জন্যে এতোটুকু দায়ী নন।..... আপনি আমার লুসীকে দেখে রাখবেন শুধু এইটুকু অনুরোধ রইলো, আর পারেন তো আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ আপনার এই বৃদ্ধ ও শেষ বয়সের দুঃখের কারণও আমিই।

সিড্‌নি এককোণে দাঁড়িয়ে ওদের এই মর্মান্তিক বিদায়দৃশ্য দেখছিলো। যখন চার্লস্‌কে জোর করে ওরা গারদে নিয়ে গেলো তখন লুসী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে শীঘ্র এগিয়ে এসে তাকে আগলে ধরে ফেললো। পরে একটা গাড়ীতে তুলে দিয়ে মিঃ লরী ও ডাক্তারকে তাতে উঠতে বললো। তারপর নিজে গাড়োয়ানের পাশে বসে বাড়ি ফিরে এলো।

লুসী তখনো অজ্ঞান। সিড্‌নি একেবারে লুসীকে কোলে তুলে উপরের ঘরে নিয়ে গেলো। মিস্ প্রস্ আর লুসীর বাচ্চা মেয়েটি লুসীর বুকের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগলো। এই করুণ দৃশ্য দেখে মিঃ লরী চোখের পানি ফেললেন। সিড্‌নি শুধু আস্তে করে বললো,—থাক্, থাক্ লুসী যতোক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকবে ততোটুকুই ভালো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপর নিচু হয়ে লুসীর কপালে একটা চুমু খেলো, এবং খুব মৃদুকণ্ঠে বললো,—যাকে তুমি ভালোবাস সেই তোমার স্বামীকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে এনে দেবো।

ডাক্তার একপাশে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিলেন, সিড্‌নি তাঁর কাছে এসে বললেন,—ডাক্তার ম্যানেট, গতকাল পর্যন্ত এখানে আপনার প্রচন্ড প্রভাব ছিলো। আমার ধারণা আজও তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি—আর একবার শুধু একটিবার চেষ্টা করে দেখুন না, যদি শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারেন।

ডাক্তার নিচুকণ্ঠে বললেন,—গতকাল পর্যন্ত ওরা কেউই আমাকে এসব ঘটনা বলেনি, বলেছিলো যে চার্লস্‌ের আর কোনোও ভয় নেই। তা আমি আর এখন কি করবো?

—আর একবার শেষ চেষ্টা করবেন না? দেখুন না চেষ্টা করে?

—ঠিক আছে, আমি এখনি একবার যাবো ওদের কাছে যারা এর হোতা, হ্যাঁ, তাদেরই কাছে যাবো, দেখি কি হয়, কি করা যায়।

বলেই ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। মিঃ লরী বিষন্ন মনে প্রশ্ন করলেন,—আপনি কি মনে করেন চার্লস্‌ের মুক্তির কোনো আশা আছে? আমার ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু তা একেবারেই মনে হয় না।

সিড্‌নি উত্তরে বললো,—আমারও তেমন মনে হয় না, তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? তাছাড়া এরপর লুসী যেনো কখনো একথা বলতে না পারে যে লুসীর স্বামীর মুক্তির জন্যে কেউ চেষ্টা করেনি—সেটাও দেখা উচিৎ।

—হ্যাঁ, তাও বটে। বললেন মিঃ লরী।

সিড্‌নি অনেকক্ষণ নানা পথ, নানা রাস্তা ঘুরে ঘুরে ঠিক সন্ধ্যের পর মদ খাবার চাতুরী করে ডেফার্জের মদের দোকানে ঢুকে পড়লো। ওর চেহারার সাথে চার্লস্‌ের চেহারার যে বেশ কিছু মিল আছে সেটা দেখানোই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য দৈবক্রমে মদের দোকানে ঢুকে আরও একটা বড়ো ধরনের কাজ হলো। চেহারার সাদৃশ্য অন্যদের দেখানোর একমাত্র উদ্দেশ্য একটাই পরে প্রয়োজন হলে যাতে লোকে চার্লস্‌কে সিড্‌নি বলে মনে করে।

সিড্‌নি যতোবার যে ক'দিনই প্যারিসে এসেছে, সে একদিনও মদ ছুঁয়ে দেখেনি। আজই দোকানে ঢুকে মদ গিলেছে তা দেখানোর জন্য। নামমাত্র এক পেগ্ মদ চাইলো। সিড্‌নি ঢুকেই অবশ্য দেখেছে, ডেফার্জ, তার স্ত্রী থেরেসি, ভেন্‌জেন্স এবং আরো দু'জন লোক কি যেনো শলা পরামর্শ করছিলো, এছাড়া তখন দোকানে কেউ

ছিলো না। থেরেসি ওকে দেখা মাত্রই বিদ্যুতের তার খাওয়ার মতো চমকে উঠলো এবং নিজেই এগিয়ে এসে মদ দেবার ছুঁতো করে আলাপ জুড়ে দিলো। কিন্তু হলে কি হবে, সিড্‌নি এমন সব ইংরেজী মেশানো কথা বলতে শুরু করলো যাতে থেরেসি একটু কথা বলেই বুঝতে পারলো লোকটা নিশ্চয়ই ইংরেজ, তখন সে বেশ চিন্তাযুক্ত হলো এবং সবার সাথে আলোচনায় যোগ দিলো।

কথাটা হচ্ছিলো লুসী ও তার সন্তানদের নিয়ে। থেরেসি চাইছে চার্লস্‌ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজে লুসীর নামে মিথ্যে সাজানো অভিযোগ আনবে—চার্লস্‌কে নিয়ে পালানোর ষড়যন্ত্র করেছিলো এই অপরাধ দিয়ে। এর মিথ্যে সাক্ষীও সে যোগার করেছে। কিন্তু বাধা দিচ্ছিলো ডেফার্জ। সে ডাক্তার ম্যানেটের কথাটা একবার বিবেচনা করে দেখার জন্যে বার বার অনুরোধ করছিলো, বলেছিলো,—বৃদ্ধ অনেকানেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে, আবারও ওঁকে এতোবড় আঘাত দেয়া কি আমাদের উচিৎ হবে?

অস্থিরভাবে থেরেসি বললো,—ডাক্তারকে তুমি বাদ দিতে চাইছো দাও। ও বুড়ো মরলো কি বাঁচলো তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনা। কিন্তু ওর মেয়ে লুসী আর সন্তান দুটি যে এভারমন্ডের স্ত্রী এবং সন্তান সে কথা আমি ভুলতে পারবো না। ঐ বংশের একবিন্দু রক্ত যেখানে আছে আমি তা মাটি শুদ্ধ উপরে ফেলবো, সমূলে উচ্ছেদ করবো।

সিড্‌নি সাধারণ ক্রেতার মতোই অন্যমনস্কভাবে মদ খাওয়ার অভিনয় করে সব কথা শুনছিলো, যখন দেখলো যে ঘরে আর যারা উপস্থিত আছে সকলেই থেরেসির সাথে প্রায় একমত তখন আর সময় নষ্ট না করে মদের দামটা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। লুসী ও তার সন্তানদের জন্যে পালানোর ব্যবস্থা করতে হবে, এবং তা আগামীকালই, আর দেরি করলে চলবে না।

সিড্‌নি লুসীদের বাড়ি ফিরে এসে দেখে আর এক অঘটন ঘটে বসে আছে। ডাক্তার ম্যানেট পূর্বের মতো সম্পূর্ণ উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসেছেন। সেই আগের মতো অসহায় চাহনি, সেই দুর্বল দেহ—একেবারে শেষ দশা। ডাঃ শুধু জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন,—আরে,.....আরে, আমার সব যন্ত্রপাতিগুলো গেলো কোথায়? ঐগুলো বের করে দাও। যন্ত্র না পেলে জুতো তৈরীর কাজ করবো কি করে? কালকের মধ্যেই যে একজোড়া জুতো আমাকে তৈরী করে দিতে হবে!

ডাক্তার গায়ের জামাটা খুলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটা তুলে রাখতে গিয়ে সিড্‌নি একটা জিনিষ আবিষ্কার করলো—সেটা খুবই মূল্যবান আর

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তা হলো, ডাক্তার ম্যানেট, লুসী তার সন্তানের লন্ডন ফিরে যাবার ছাড়পত্র, যা মাত্র পূর্বদিনেই দস্তখত করা। কখন যে ডাক্তার এটা করিয়ে নিয়েছিলো—তা শুধু তিনিই বলতে পারবেন। কিন্তু সিড্‌নির কাছে এগুলো হলো দৈব প্রাপ্তি।

সিড্‌নি খুব সংক্ষেপে মিঃ লরীকে ডেফার্জের মদের দোকানের কথাগুলো বললো, আরো বললো,—আর দেরি করা সম্ভব নয়, সময়ও নেই। অবশ্য ওদের কথাবার্তা শুনে যা মনে হলো চার্লস্‌ের মৃত্যুদন্ডের পূর্বে কিছুই করবে না। অবশ্য মত ঘুরতে কতোক্ষণ। আপনি তো বলছিলেন আপনার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে?

মিঃ লরী বললেন,—হ্যাঁ, আমার লন্ডন যাবার ছাড়পত্র নেওয়া শেষ।

—তাহলে আর দেরি করবেন না। কাল দুপুর নাগাদ যেনো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন তারই ব্যবস্থা ঠিক করে রাখুন। ঘোড়া জুতে আপনার গাড়ীতে উঠে সবাই বসে থাকবেন। ঠিক মধ্য দুপুরে আমি আসবো। আমি আসা মাত্রই গাড়ী ছেড়ে যাবেন। যেনো তখন আর এতোটুকু দেরি না হয়।

মিঃ লরী মাথা নেড়ে বললেন,—ঠিক আছে, তাই হবে। আপনি না আসা অব্দি আমরা অপেক্ষা করবো তো?

—হ্যাঁ, তাই করবেন তবে খুব সাবধানে। আমি এলে যেন একটুও আর দেরি না হয় অযথা কোনো কারণে। তখন অপেক্ষা করার কারণ ঘটে গেলেও সে জন্যে অপেক্ষা করা চলবে না। কারন, একজনের জন্যে হয়তো সবাই মারা যাবেন আর সেই একজনকেও হয়তো বাঁচাতে পারবেন না। লুসী যদি কোনোরকম আপত্তি করে তাকে বলবেন যে, এটাই তার স্বামীর ইচ্ছে, আর একান্ত অনুরোধ, এটা বললেই লুসী রাজী হবে। ডাক্তার ম্যানেট তো এখন উন্মাদ তাঁকে লুসী যা করতে বলবে তিনি তাই করবেন বলে আমার মনে হয়।

সিড্‌নি আবার বললো,—আপনার কর্মদক্ষতার ওপর কিন্তু আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমি নিশ্চিন্ত থাকবো। তবে বলি আপনি আমার কথাগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন। কোনো রকম কোনো কিছুর জন্যেই যেনো আপনাদের লন্ডন যাত্রা না আটকে যায়।

মিঃ লরী বাধ্যের মতো বললেন,—আপনার কথা আমার মনে থাকবে। যা বললেন তার কোনোটির অন্যথা হবে না।

সিড্‌নি তার ছাড়পত্রটা বের করে মিঃ লরীর হাতে দিয়ে বললো,—এটা আপনার হেফাজতে রেখে দিন।

মিঃ লরী আশ্চর্য হয়ে বললেন,—কেনো, আপনি নিজেই তো আসছেন?

www.banglabookpdf.blogspot.com

সিড্‌নি বললো,—কি জানি, বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘুরতে হবে। যদি হারিয়ে যাই তাহলে তো মুসকিলে পড়বো। তাই এটা আপাতত আপনিই রাখুন মিঃ লরী।

ছাড়পত্রটা মিঃ লরীর হাতে তুলে দিয়ে টুপিটা মাথায় দিয়ে সে রাস্তায় নেমে পড়লো। কয়েক মিনিট বাড়িটির দিকে ঘুরে তাকিয়ে কার উদ্দেশ্যে যেনো শেষ আশীর্বাদ জানালো। তারপর চলে গেলো দ্রুত পায়ে।

লুসী, ডাক্তার ম্যানেট ও মিঃ লরীকে চার্লস্‌ আগের রাতেই তিনখানা চিঠি লিখে রেখেছিলো। কাজেই পরেরদিন সকাল থেকে শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া চার্লস্‌ের কোনো কাজ ছিলো না। একটির পর একটি মুহূর্ত কেটে যেতে লাগলো তার জীবন থেকে। মৃত্যুর মুহূর্ত ক্রমশ ঘনিয়ে আসতে লাগলো।

গিলোটিনে সেদিন তার মৃত্যু সময় নির্ধারিত হয়েছিলো বেলা তিনটেয়। এর আর যখন ঘন্টা দেড়েক বাকী আছে। তখন চার্লস্‌ তার কারাকক্ষের বাইরে কারো যেনো পায়ের শব্দ শুনতে পেলো, একটু পরেই দরোজা খুলে গেলো এবং ভেতরে এসে ঢুকলো তার অতি পরিচিত সিড্‌নি কার্টন। ঢোকবার সাথে সাথেই কারাগারের দরোজা আবার যথারীতি বন্ধ হয়ে গেলো।

চার্লস্‌ের বিস্ময়ভাব লক্ষ্য করে সিড্‌নি একটু হেসে বললো,—আমাকে দেখবার আশা একেবারেই করোনি, তাই না?

চার্লস্‌ প্রশ্ন করলো,—তা তুমিও আবার ধরা পড়ো নি তো?

সিড্‌নি বললো,—না। আমি ধরা পড়িনি। এখানকার এক প্রহরীর সাথে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, সেই ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী লুসীর কাছ থেকে একটা শেষ অনুরোধ বয়ে এনেছি।

লুসীর নাম উচ্চারিত হতেই চার্লস্‌ের মুখে বেদনার ছায়া পড়লো। সে ব্যস্ত হয়ে বললো,—কি, কি সেই শেষ অনুরোধ?

সিড্‌নি চার্লস্‌ের কাছে এসে নিজের জুতোটা খুলতে খুলতে বললো,—শুধু

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনুরোধ নয়। এটা তার কাম্য ও মিনতি। একথা তোমাকে রাখতেই হবে, নইলে সে মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত হবে। তুমি আমার এই জুতোটা আর পোশাকটা পড়, আর তোমার দুটো দাও আমাকে—

চার্লস্ বললো,—তুমি পাগল হলে নাকি? না, না, এ পাগলামী তুমি করো না সিড্নি। এখান থেকে পালানো অসম্ভব। আমি তো পালাতে পারবোই না, শেষতক তুমিও আমার সাথে মারা যাবে।

সিড্নি প্রায় গায়ের পুরো শক্তি খাটিয়ে ওকে একটা টুলে বসিয়ে ওর পায়ের জুতো জোড়া খুলতে খুলতে বললো,—কে তোমাকে পালানোর কথা বলছে? পালাবার কথা যখন বলবো, তখন তুমি না হয় আমায় পাগল বলো! এখন আমি যা বলছি তাই করো তো।

সিড্নির সবল আকর্ষণ এবং কথা বলার বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে চার্লস্ যেনো অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লো। কলের পুতুলের মতো নিজের পোশাক এবং জুতো বদলে ফেললো। পরে সিড্নি বললো,—চিঠি লিখতে পারবে তো একটা? লিখে ফেলো দেখি—

চার্লস্ সিড্নির নির্দেশ মতো কাগজ কলম তুলে নিলো। কি ব্যাপার সে কিছুই তখনো বুঝতে পারছিলো না, শুধু এই বুঝেছিলো তার সিড্নির কথা রক্ষা না করে আর উপায় নেই। মাতাল, অকর্মন্য এই লোকটি কোথা থেকে সহসা এমন কোন্ সাংঘাতিক শক্তি সঞ্চয় করেছে যাতে তার একটি কথাও অমান্য করা যাচ্ছে না!

—কি লিখবো বলো! আর হাতে তোমার ওটা কি? অস্ত্রের মতো দেখতে? বললো চার্লস্।

—না, ওটা কিছুই না। লেখ যে, বহুদিন—বহুদিন আগে তোমাকে যে কথা বলেছিলাম সে কথা আশা করি ভোলোনি,—

চার্লস্ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো,—তা কাকে সম্বোধন করবো?

—কাউকে না। লেখ, সে কথা সেদিন যে আমার হৃদয়ের কথা ছিলো আজ এতোদিন পরে প্রমাণ দিতে পারলাম। এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

লিখতে লিখতে চার্লসের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, তবুও সে মুখ তুলে বললো,—কিন্তু কেমন যেনো একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছি। যেনো আরকের মতো কিছুর গন্ধ?

—না, ওসব কিছু নয়, তুমি লিখ তো আর তেমন সময়ও হাতে নেই—এবং সেই প্রমাণ দিতে আজ আমি সামান্য দুঃখ বা বেদনা বা কষ্ট বোধ করছি না। আজ আমি সত্যিকার অর্থেই সুখী....

আরকে ভেজানো হাতে লুকিয়ে রাখা রুমালখানা চার্লস্-এর নাকের কাছে ধরতেই চার্লস্ লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু সিড্নি এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে আর এক হাতে রুমালখানা জোর করে ওর নাকের ওপর চেপে ধরলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চার্লস্ মূর্ছিত হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

তখন সিড্নি দ্রুতহাতে অবশিষ্ট যা পোশাক বদলাতে বাকি ছিলো তা বদলে ফেললো। তারপর নিজের মাথার চুলগুলো চার্লস্-এর মতো করে আঁচড়ে নিয়ে চার্লসের চুলগুলো তার মতো করে দিলো। সব যখন ঠিক তখন দরোজার কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললো,—বন্ধু হয়েছে, এবার তুমি এসো।

বলা বাহুল্য যে দরোজা খুলে বার্সাদই ঢুকলো। আঙ্গুল দিয়ে চার্লসের দিকে দেখিয়ে সিড্নি জিজ্ঞেস করলো,—কী চালাতে পারবে না?

বার্সাদ বললো,—গোলমালের মধ্যে ওকে বের করে দেয়া তেমন কঠিন হবে না, কিন্তু আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলবেন না তো?

সিড্নি দৃঢ়কণ্ঠে বললো,—মরণ পর্যন্ত আমি আমার কথা ঠিক ঠিক পালন করে যাবো। তারপর মৃত্যুর পর তোমার আর কি ভয়ের কারণ থাকতে পারে?

বার্সাদ বললো,—ঠিক আছে বন্ধু, তা'হলে আমি এবার লোক ডাকি?

—ডাকো। সব কথা মনে আছে তো? বলবে সিড্নি যখন তার বন্ধুকে দেখতে আসে তখনি সে খুব খারাপ অবস্থায় ছিলো। তারপর বিদায়ের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি বলে অজ্ঞান হয়ে গেছে, বুঝেছো? তুমি নিজে বের করে নিয়ে গিয়ে সাথে করে ওকে মিঃ লরীর কাছে পৌঁছে দিবে আর তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই তাঁকে মুহূর্তে যাত্রা শুরু করতে বলবে, ঠিক আছে?

বার্সাদ বললো,—সে সবই হবে। কিন্তু তুমি নিজে যেনো কিছু বেফাঁশ করো না।

সিড্নি অসহিষ্ণুভাবে বললো,—এখনও তোমার ভয় গেলো না বন্ধু? আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে তোমার?

বার্সাদ তখন বাইরে গিয়ে লোকজন ডেকে বললো। তারপর সিড্নি নামধারী চার্লস্-এর মূর্ছিত শরীর টেনে বাইরে নিয়ে গেলো। সিড্নি সেই অন্ধকার কারাকক্ষে বসে অতঃপর আনন্দচিত্তে মৃত্যুর প্রতিক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই একজন প্রহরী এসে সিড্নিকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলো। যে বাহান্নজন লোকের সেদিন মৃত্যুদন্ড হবে, বাইরের একটা হলঘরে তাদের সবাইকে জড়ো করা হয়েছে। সেখানে সিড্নিকেও অপেক্ষা করতে বলা হলো।

বাহান্নজনের মধ্যে একজন অল্পবয়স্কা মেয়েও ছিলো। সিড্নিকে ঢুকতে দেখে সে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো,—এভারমন্ড, তুমি না মুক্তি পেয়েছিলে ?

সিড্‌নি মৃদুস্বরে বললো,—পেয়েছিলাম, কিন্তু আবার আমাকে ধরে এনে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

—আমাকে তোমার মনে পড়ছে না বোধহয় ? আমি লা-ফোর্সের কারাগারে তোমার সাথে একত্রে ছিলাম।

সিড্‌নি একটু বিব্রতভাবে জবাব দিলো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু তোমার কি অপরাধে সাজা হয়েছিলো সে কথা মনে নেই।

মেয়েটি তড়িৎ উত্তর দিলো,—ষড়যন্ত্র করার জন্যে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে, আমি কোনো ষড়যন্ত্র করিনি কারু সাথে। আমার মতো গরীব, দুর্বল লোকের সঙ্গে কেই-বা ষড়যন্ত্র করবে ? দরজীর দোকানের সেলাইয়ের কাজ করি, অতিকষ্টে পেট চালাতে হয়, এরমধ্যে ষড়যন্ত্র করার সময়ই বা কোথায় ?

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,—আমার জীবনের জন্যে আমি ভাবছি না, আমার মতো সামান্য লোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যদি সাধারণতন্ত্রের কল্যাণ হয় তো হোক, তবে আমি শারিরীকভাবে খুবই দুর্বল, তুমি আমার কাছে একটু থাকবে এভারমন্ড ?

এতোক্ষণ মেয়েটি অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিলো, এবার সে ধীরে ধীরে সিড্‌নির মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো। সিড্‌নি তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে একটু চাপ দিয়ে ওকে সতর্ক করে দিলো, সে তখন চুপি চুপি ওকে জিজ্ঞেস করলো,—তুমি বুঝি তার জন্যে আত্মদান করবে ?

—চুপ, হ্যাঁ, শুধু তার জন্য নয়, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্যও।

মেয়েটি অশ্রুভেজা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললো,—তুমি বীর, তুমি যদি অনুগ্রহ করে আমার পাশে একটু থাকো, আমার হাতটা একটু ধরো, আমি তা'হলে মরতে ভয় পাবো না—থাকবে তো আমার পাশে ?

সিড্‌নি বললো,—হ্যাঁ বোন, আমি থাকবো, আমি তো আছিই তোমার কাছে—আর বাকি সময়টাও থাকবো।

এরিমধ্যে মিঃ লরীর গাড়ী চার্লস্, ম্যানেট, লুসী ও তার পুত্র-কন্যাদের নিয়ে প্যারিস ত্যাগ করেছে। শেষ বাধা যেখানে ছিলো সেখানে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে ওরা পার হয়ে গেলো।

একই সাথে সবার যাওয়া ভালো নয় বলে মিস্ প্রস্ আর জেরী পরে যাবে স্থির হয়েছিলো। সেই কথামতো ওরা দু'জনে বাড়িতে ছিলো।

বেলা তিনটের আগে মিস্ প্রস্ জেরীকে পাঠিয়ে দিলো গাড়ী ঠিক করে একেবারে রাস্তার শেষে অপেক্ষা করবে এই কথা বলে। তারপর আরও একটু দেরি করে সে বেরোতে যাবে এমন সময় মূর্তিমতী মৃত্যুর মতো ম্যাদাম ডেফার্জ বাড়ির দোরে এসে দেখা দিলো।

মন নাকি অন্তর্যামী, তাই দলবল নিয়ে প্রাণদন্ড দেখতে যাবার সময় হঠাৎ থেরেসি ডেফার্জের মনে কেমন একটা সন্দেহ হলো যে এরা ঠিক আছে কিনা একবার দেখা প্রয়োজন, শুধু তাই নয়। স্বামীর মৃত্যুর সময় নিশ্চয়ই লুসী তার জন্য কান্নাকাটি করবে এবং খুব সম্ভবত সাধারণতন্ত্রকে বকাঝকাও করবে। তাই সেটা একবার নিজকানে শুনে আসতে পারলেই তো সমস্যা মিটে যায়। আর কোনো অপরাধের দরকার হয় না।

পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ভেন্‌জেন্সকে বললো,—তোমরা এগোও, আমি একবার চট করে ওদের দেখে আসি। আমার জন্য তোমরা একটা ভালো যায়গা রেখো যেনো ভালোভাবে মৃত্যুদন্ডটা দেখতে পারি।

ভেন্‌জেন্স বললো,—গাড়ী পৌছানোর আগে তোমার ফেরৎ আসতে হবে বলে দিলাম।

—নিশ্চয়ই, আমি এই যাবো আর আসবো।

ওকে দেখা মাত্রই মিস্ প্রস্ ওর মতলবটা বুঝতে পেরেছিলো। সত্যিকার কি করবে সেটা না বুঝলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে মতলবটা ওর শয়তানির। ওর মুখে তার স্পষ্ট ছাপ বর্তমান। আর যাই হোক—এরা যে এখানে নেই, সেই কথাটা কিছুতেই ওকে জানতে দেওয়া হবে না।

মিস্ প্রস্ ছুটে গিয়ে হলঘর থেকে বিভিন্ন ঘরে যাবার যে পথ সেগুলো বন্ধ করে দিলো। তারপর থেরেসি যেমনি হলঘরে ঢুকেছে সে হলঘরের থেকে বেরুনোর দরোজাটিও বন্ধ করে আগলে দাঁড়ালো।

থেরেসি ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো,—এরা সব কোথায় ? কাউকে দেখছি না যে ?

মিস্ প্রস্ একেবারেই ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারতো না। সে জবাব দিলো,—বুঝেছি শয়তান, তোমার মতলবটা কি, কোনো মতেই সেটি হচ্ছে না। আমি থাকতে খুকুমনি'র খবর তুমি জীবন গেলেও পাবে না।

থেরেসি প্রস্-এর ইংরেজীর কোনো কথা না বুঝে ছুটে গিয়ে বললো,—আমার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দাঁড়াবার সময় নেই। এভারমন্ডের স্ত্রী কোথায়? তার সাথে একবার দেখা করেই আমি চলে যাবো।

মিস্ প্রস্ও কঠিন-স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—যতোই কটমট করে তাকাও। আমার সাথে তুমি তেমন সুবিধে করতে পারবে না।

থেরেসি বুঝতে পারছে না—তবে এটা বুঝতে পারছে মিস্ প্রস্ গালমন্দের মতো কিছু বলছে। সে ভীষণ চটে গেলো। সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো,—এই আহাম্মক মেয়েমানুষটাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়লাম দেখছি!

—ওগো, শোনো, তোমাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার প্রয়োজন ডাঃ ম্যানেট এবং তার কন্যাকে। ওরা আছে কিনা সেটুকু বলো, নইলে সরে যাও এখান থেকে, আমি নিজেই দেখে নিচ্ছি।

মিস্ প্রস্ এবার ওর কথা না বুঝলেও ভাবটা বেশ বুঝেছিলো, সেই জবাব দিলো,—তুমি যা জানতে চাও আমি তা জানতে দেবো না। কারণ, যতো দেরিতে তুমি জানবে ততোই আমার খুকির পক্ষে মঙ্গল হবে। এদিকে এগুচ্ছো কেনো? আমি খাঁটি ইংরেজের মেয়ে, আমার গায়ে সামান্য হাত লাগলে, আমি তোমার শরীরের একটা হাড়ও আস্ত রাখবো না। ভেঙ্গে সব গুড়ো করে দেবো।

অনেকক্ষণ দু'জনেই দু'জনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো। এবার ডেফার্জের স্ত্রী ওদের ঘরের আসবাবপত্রের দিকে একনজর দেখে নিলো। চারিদিকে তাকালে বুঝতেই কষ্ট হয়না যে, খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু করায় আগোছালো অবস্থায় আছে সব কিছু। তা ছাড়া এতো ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও লোকজনের কোনোরকম সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো না। ওর মনের সন্দেহটা আরো গাঢ় হলো। সে বললো,—তোমাদের জিনিষ-পত্র এমন করে ছড়ানো, বাড়ি ঘর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, ব্যাপারটা ভালো মনে হচ্ছে না। সরে যাও সামনে থেকে, আমাকে সব দেখতে দাও। এখনও সময় আছে, ওরা এরিমধ্যে বেশীদূর নিশ্চয় যেতে পারেনি—এখনও ধরে আনা যাবে।

মিস্ প্রস্ বললো,—তুমি যতোক্ষণ এটা সঠিক বুঝতে না পারছো যে ওরা সত্যিই পালিয়ে গেছে, ততোক্ষণ কিছুই করতে পারবে না। আর সেই খবরটা আমার দেহে প্রাণ থাকতে অন্তত তুমি আমার কাছ থেকে পাবে না।

এবার সত্যি সত্যি থেরেসির ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো। সে প্রস্কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দরোজা খুলে বেরোবার জন্য এগিয়ে এলো। আসলে মিস্ প্রস্ের চরিত্র এখনও থেরেসির পাঠ করা হয়নি। যেমনি থেরেসি দু'পা এগিয়েছে ওমনি প্রস্ ওকে জোরে শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। থেরেসির গায়েও শক্তি একেবারে কম নয়। তবুও সে

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রাণপন চেষ্টা করেও প্রস্ের দু'হাতে জড়িয়ে রাখা ওর শরীরটা ছাড়াতে পারলো না। শেষে বাধ্য হয়েই শুরু করলো, কামড়, আঁচড়, খামছি। মিস্ প্রস্ বেশ ক্ষতবিক্ষত হলো, কিন্তু সে যেমনি ওকে কোমরের কাছে সজোরে জড়িয়ে ধরেছিলো, তেমনিই ধরে রইলো। অনেক ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা বৃথা বুঝতে পেরে থেরেসি তখন অন্যপথ ধরলো—বুকের জামার মধ্যে একটা পিস্তল রাখা ছিলো। সেটা বার করার চেষ্টা করলো। মিস্ প্রস্ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওর হাতটা পিস্তলসহ চেপে ধরলো। ধস্তাধস্তিতে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে বিঁধলো থেরেসি ডেফার্জের বুকে।

প্রথমটায় খানিকটা হতভম্ব হয়ে মিস্ প্রস্ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একসময় ওর হাতটা ছেড়ে দিলো, সাথে সাথে ওর প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। রক্তে লাল হয়ে গেলো সমস্ত মেঝে।

মিস্ প্রস্ বাইরে যতো কঠিনই হোক, সে জীবনে কখনো কারো গায়ে হাত তোলেনি, আর আজ তারই হাতে একজন মানুষ হত্যা হলো? সে ঐ দিকে তাকাতেই পারছিলো না, ঐ ঘরের মধ্যে এমনকি ঐ বাড়িতে থাকতেই যেনো তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। সে শীঘ্র তার জামা-কাপড় গুছিয়ে নিলো এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপরে সাবধানে দরোজার চাবি এটে চললো জেরীর সন্ধানে।

তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিলো। উপরন্তু তার চোখ-মুখের যা অবস্থা, ভাগ্যিস গায়ের চাদরটা ঘোমটার মতো করে দেয়া ছিলো তাই রক্ষা; নইলে সে যে অবস্থায় ছিলো তাতে এক পা-ও যেতে পারতো কিনা সন্দেহ ছিলো। সাঁকোর উপর দিয়ে যেতে যেতে মাঝ সাঁকোয় পৌছে সে চাবিটা খালের পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর প্রায় অজ্ঞান হয় হয় অবস্থায় জেরীর কাছ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো।

জেরী প্রস্ের অবস্থা দেখে তো অবাক, সে জিজ্ঞেস করলো,—কি হয়েছে? ব্যাপারখানা কি?

মিস্ প্রস্ের ওদিকে খেয়াল নেই, সে বললো,—পথে কোনোরকম গন্ডগোল শুনেছো?

—হ্যাঁ, শুনেছি। যেমন গন্ডগোল হতো তেমনিই হচ্ছে—তবে তেমন বেশী কিছু শুনিনি।

—কি বলছো? আমি কিছুই শুনতে পাইনি।

—সে কি কথা বলছো, তুমি এই একঘন্টার মধ্যে কালা হয়ে গেলে নাকি?

মিস্ প্রস্ কতোকটা নিজ মনেই বলে উঠলো,—বিদ্যুতের মতো একটা আলো জ্বলে উঠলো। তারপর বিকট বিরাট গর্জন হলো, আর তখন থেকেই আমি শুনতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পারছি না।

দূরে তখন বন্দীদের গাড়িগুলো সার ধরে যাচ্ছে। সেই গাড়ি করে ফিরে চলেছে জনস্রোত, তাদের বীভৎস কোলাহলে আকাশ-বাতাস উথাল-পাথাল।

জেরী বললো,—এতো বিরাট শব্দ যদি তোমার কানে না পৌঁছে, তা'হলে মনে হয় না আর কোনোদিন কোনো শব্দ তোমার কানে পৌঁছবে ?

একথাই সত্যি হয়েছিলো মিস্ প্রস্ যতোদিন জীবিত ছিলেন তার কানে কখনো কোনো শব্দ পৌঁছোয় নি। সে হয়ে গিয়েছিলো চীরদিনের জন্যে কালা।

❑

For Download More Bangla E-Books
Please Visit-
www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf